প্রেম-মন্দাকিনী

নাটক।

শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে, ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে, মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

[মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।]

প্রেম-মন্দাকিনী

নাটক।

শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক্
ভবনে, ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

উৎসর্গপত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত কালীকুমার বিদ্যারত্ন

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের

পাদপদ্মযুগলে

এই মন্দাকিনী

পাদ্যস্বরূপে

সমর্পিত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

বিগত ১২৮০ বঙ্গাব্দে বলিহার রাজবাটীতে অবস্থিতি-কালে অভিনয়েচ্ছু কতিপয় সদাশয় মহাত্মার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া আমি এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। রচনা সমাপ্ত হইলে উহা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়েন। বিশেষতঃ বলিহারেশ্বর বিবিধগুণরত্নাকর শ্রীমান্ কৃষ্ণেন্দ্র রায় নৃপতি বাহাদুর উহার আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া সবিশেষ প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক অনুকূলবচনে আমাকে উৎ-সাহিত করেন। তদবধি এই সুদীর্ঘকাল নিজ নানাপ্রকার অবস্থাবৈগুণ্যবশতঃ পুস্তকখানি তদবস্থায় তথায়ই পতিত ছিল। ঈশ্বরানুগ্রহে এতদিনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

যদিও তৎকালে কতিপয় মহানুভাবের প্রবর্ত্তনায় প্রোৎসাহিত হইয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলাম, তথাপি এক্ষণে উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে শতবার অগ্রসর ও শতবার পশ্চাৎপাদ হইতেছি। কারণ, বাল্মীকি ও ভবভূতির গ্রন্থ পাঠ করিয়াও চরিত্রচিত্রণাভিলাষে রামচন্দ্রাদিকে যাত্রার দলের সং সাজাইতে যাওয়া জ্ঞান-কৃত গুরুতর অপরাধবিশেষ। আমি সহৃদয় পাঠকসমাজের নিকট এই অপরাধের মার্জ্জনাপ্রার্থী হইয়া রহিলাম। ইতি।

মেড়তলা,
১২৮৮। কার্ত্তিক।
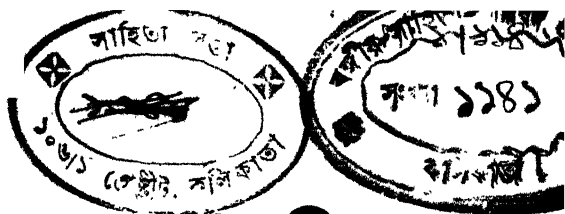
শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

প্রেম-মন্দাকিনী।

कान्तां स्कन्धेऽतियत्नान्निधिमिव परमं शूलदण्डेन रक्षन्
तेनैवात्मानमत्याहितमपि निदधद्बिभ्रता शोकमूर्त्तिम् ।
मुञ्चन्नश्रूणि दृग्भ्यां रविदहनमयीभ्यामपीशो वियोगी
योगीशः सोऽस्तु नित्यप्रकृतियुततनुः श्रेयसे भूयसे वः ॥

পারিপার্শ্বিক। (প্রবেশপূর্ব্বক) আর্য্য, বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালা-ভাষায়।

সূত্রধার। কেন এ আর্য্যসমাজে এ সংস্কৃতের মহোন্নতিসাধক যুগে কোন্ সভ্য—

পারি। আর্য্য, বর্ত্তমান শতাব্দীর নামডাকে প্রতারিত হবেন না, ও প্রায় শরতের গর্জ্জন।

সূত্র। (সস্মিতে) আচ্ছা, তবে তাই।

অমূল নিধিরে যেন দরিদ্র রাখয়ে,
তেমতি স্কন্ধের পরে পরম যতনে
রক্ষা করি শূলদণ্ডে প্রিয়ার সে তনু,
না রাখিতে নিজ তনু, শোকমূর্ত্তি-ধর
সেই শূলে সদা তারে করি জর্জ্জরিত,
অগ্নিসূর্য্যময় আঁখি, তাও অশ্রুধারে
ভাসাইয়ে যোগীশ্বর—বিয়োগী রে আজি—
আধ মহাশক্তি যাহে নিত্য-সম্মিলিত—

প্রেমের পরমা গতি দেখাইলা ভবে,
সেই ভব গুণরাশি বিতরুন সবে।

পারি। তবে আর বিলম্ব নাই, আমি প্রস্তুত হইগে।

সূত্র। হাঁ, আমিও প্রিয়াকে আহ্বান করি। (নেপথ্যাভিমুখে) আর্য্যে যদি বেশবিন্যাস হ'য়ে থাকে, তো এদিকে এস।

পারি। (নিষ্ক্রান্ত)।

নটী। (প্রবেশপূর্ব্বক) এই এলাম; কি আজ্ঞা করেন আর্য্যপুত্র?

সূত্র। আর্য্যে, বহুতর রসভাবজ্ঞ মহাত্মা এই সভাকে অলঙ্কৃত করেছেন। আজি এই সভায় শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত প্রেম-মন্দাকিনী নামক অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় ক'রে সভ্যবর্গের মনোরঞ্জন আর কবিপরিশ্রমের সার্থকতা-সম্পাদন ক'র্‌তে হবে। অতএব তদর্থে যত্নবতী হও।

নটী। আর্য্যপুত্র, এ বড় কঠিন কথা। যে সকল সুবিজ্ঞ প্রধান প্রধান লোক এ সভায় অধিষ্ঠান করেছেন, তাঁদের সমক্ষে আমাদের মত লোকের যথারূপ অভিনয় প্রদর্শন এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা। বিশেষ এখনকার লোক দোষেরই অধিক অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, গুণের প্রতি বড় তাঁদের দৃষ্টি নাই।

সূত্র। না, এমন কথা ব'লনা।

দোষমাত্র অন্বেষয়ে অধম যে জন,
কেন সে প্রকৃতি বল ধরিবে সজ্জন?
পেচকের আঁখি তথা যথা অন্ধকার,
চকোর সে চাহে, কোথা কণা চন্দ্রিকার।

সে জন্য আশঙ্কা নাই, তুমি নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে প্রস্তাবোপযোগী একটী সঙ্গীত আলাপ ক'রে সভ্যগণের চিত্ত একাগ্র কর।

নটী। যে আজ্ঞা, আপনার আজ্ঞাই আমার ভরসা। কোন্ সময় অবলম্বন ক'রে গান ক'র্‌ব?

সূত্র। প্রিয়ে, অচিরপ্রবৃত্ত বর্ষাঋতু অবলম্বন ক'রেই গাও।

নটী। (সহাস্যে) যে আজ্ঞা।

গীত।

রাগিণী মল্লার—তাল চিমে তেতালা।

দলে দলে ঘনদল গগণেতে ছাইল।
নয়ন-বিষয় ঘোর আঁধারে ভরিল,
যেন রে এ ধরাতল রসাতলে ডুবিল।
ফোটে কি না ফোটে মেঘে মৃদু তারা-হাসি,
চমকি চৌদিকে ছোটে চপলার রাশি,
কি দশা গগণে আজি বিনা এক শশী,
যেন কাল মেঘ মসী বরষিতে লাগিল।

সূত্র। আর্য্যে অতি সুন্দর সঙ্গীত হয়েছে।

নেপথ্যে। কে তুমি সুকণ্ঠি! তোমার গানে আমার প্রাণ মন উদাস হ'ল। তুমিও কি বুঝেছ, দেব নারায়ণের অভাবে এ সুখধামের কি দশা হয়েছে?

নটী। উনি আবার কে?

সূত্র। এখনও বুঝ্‌তে পারনি? উনি ভগবতী কমলার সখী কল্যাণী। এস, আমরাও স্বকার্য্যে অবহিত হই।

নটী। যে আজ্ঞা। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)।

প্রস্তাবনা।

কল্যাণী। (প্রবেশ পূর্ব্বক) আহা যথার্থই বলেছ। চন্দ্র বিনা দুর্দ্দিনের পৃথিবীতে তারার যেমন দুরবস্থা, চপলা চতুর্দ্দিকে ঘুরেও অন্ধকার দূর কর্‌তে পারে না, দেব নারায়ণের অভাবে আজি এধামে দেবীরও সেই দশা। আমরা উপায় অনুসন্ধানে চারিদিকে ঘুরেও তাঁর বিষাদের অন্ধকার কিছুতেই ঘুচাতে পার্‌চিনে। হায়, চির আলো'য় অন্ধকার কখনও দেখিনি, এই দেখ্‌লাম। এই বৈকুণ্ঠের কি শোভা ছিল, কি হয়েছে! দেবীকে বামে ক'রে ভগবান্ রত্নসিংহাসনে ব'সে দশদিক্ উজ্জ্বল কর্‌তেন, যেন ভারতক্ষেত্রে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম! আহা, সেরূপ আর কি দেখ্‌ব? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই, দেবী বলেচেন ব্রহ্মলোকে গিয়ে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বল্‌তে হবে, যে যাতে দেব মানব শরীর পরিত্যাগ ক'রে শীঘ্র বৈকুণ্ঠে আসেন, তার উপায় তিনি করেন। (পার্শ্বে অবলোকনপূর্ব্বক) এই যে দেবী প্রমদবনে আস্‌চেন দেখ্‌চি। সঙ্গে কে ও? মায়া বুঝি। তাই বটে, আহা! কোনখানে সোয়াস্তি নাই। যাই, আবার দেখা হ'লে বল্‌বেন এখনও যাওনি? (নিষ্ক্রান্তা)।

বিষ্কম্ভক।

মায়ার সহিত উৎকণ্ঠিতা কমলার প্রবেশ।

মায়া। দেবি, এই পদ্মরাগমণি-শিলায় ব'সে বাগানের শোভা দেখুন। আহা! কেমন ফুটন্ত ফুলগুলি বাতাসের ভরে দুল্‌চে; যেন রূপের তরঙ্গ উথ্‌লে উঠ্‌চে! চারিদিক্ গন্ধে ভুর্ ভুর্ কর্‌চে। দেবি দেখুন, মন যুড়াবে এখনি।

কমলা। (উদ্‌ভ্রান্তনেত্রে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া) কই মায়া, সব তো দেখলাম, আমার তো একটুও প্রাণ শীতল হ'ল না। হা, আমার অদৃষ্টে এ সবও শোভাহীন হ'ল!

মায়া। সে কি দেবি, শোভা তো একটুও কমে নি। সেই মন্দাকিনী তেমনি ঢল ঢল ক'রে বচ্চ্যে; ঐ দেখুন, সে শোভা দেখে আহ্লাদভরে রাজহংস সারি সারি ধীরে ধীরে সাঁতার দিচ্চ্যে; ফুলগুলি তেমনি ফুটে আলো করেচে; পাখীগুলি উড়ে উড়ে গাছের আগ্‌ডালগুলি দুলিয়ে দুলিয়ে কতবার বস্‌চে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দভরে ঝঙ্কার দিচ্চে! শোভা দেখে সকলেই তো মোহিত।

কমলা। সবই শোভা আছে বুঝি, কিন্তু এই চক্ষে
কিছু নাহি সখি, সত্য কহিনু তোমারে।
সবই দেখি, আছেও নয়ন, কিন্তু সখি
মোর সে নয়ন-মণি——(অন্তর্বাষ্পে কণ্ঠরোধ)

মায়া. (স্বগত) আহা তাই বটে।
এ সবে কি ভোলা যায় সে দারুণ দুঃখ?
(প্রকাশ্যে) দেবি ধীর হোন্, ধৈর্য্য ধ'রে অন্যদিকে—

কম। কম কি ধৈর্য্যের সখি, স্বামিপাদপদ্ম
ছেড়ে এতকাল বেঁচে আছি, আরও ধৈর্য্য?
দুঃখ-বোধহীন আমি পাষাণ নিশ্চয়।

মায়া। পাষাণ কেমনে আর, দেবি তা হ'লে কি
নিরন্তর এ যাতনা ভোগেন আপনি?

কম। কি যাতনা মোর? সখি, স্বামী মর্ত্তভূমে
যে যাতনা সহিছেন অভাগীর তরে,
মনে হ'লে আমাতে থাকিনে আর আমি,
জ্ঞানহারা হই সখি, আর কি বলিব,
বুক্ ফেটে যায় মোর——(অবসাদে শিলাতলে পতন)

মায়া। (সসম্ভ্রমে) একি দেবি দেবি,

(ক্রোড়ে ধারণ করিয়া)

স্থির হোন্ স্থির হোন্, আপনিও তবে
অন্তসাধারণ-সম বিয়োগবিবাদে
শোকে দুঃখে জ্ঞানহারা হবেন ? হাঁ দেবি,
এ বৈকুণ্ঠধাম, এ তো শোকদুঃখ ছাড়া,
নূতন অবস্থা এ যে দেখি আপনার।

কম। (ধীরে ধীরে)

সত্য সখি, নিত্য সুখধাম এ বৈকুণ্ঠ,
কিন্তু পতি মোর কোথা, আছেন কি ভাবে ?
দেখ দেখি কত ক্লেশ, মানব শরীরে,
দুঃখের ধরায়, দগ্ধ আমার বিরহে !
কি দাহে অর্দ্ধাঙ্গ দহে, সর্ব্বাঙ্গ দাহের
অধিক জ্বালায় মোর, সখিরে কি কব !

মায়া। দেবি, এর উপায়ের জন্য কল্যাণীকে তো ব্রহ্মলোকে পাঠিয়েছেন। ভগবান্ ব্রহ্মাই তার উপায় কর্‌বেন। তবে আর ভাবনা কি ? মানুষের সবই তো দেবতার হাতে। কল্যাণী এখনি আস্‌বে।

কম। (অন্যমনে) কখন্ আস্‌বে ? বড় ধীরে তার গতি।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

ব্রহ্মা সৃষ্টি-প্রভু তিনি, তিনি এর কোন
উপায়বিধানে কিবা হবেন সক্ষম ?
হায় কর্ম্মসূত্রে বাঁধা মানব সকলে ;
সে বন্ধন ছেদ ক'রে বৈরাগ্য জন্মান
বড়ই কঠিন কর্ম্ম, অদৃষ্ট-আয়ত্ত !
কি সংবাদে সুখী মোরে করিবে কল্যাণী ?
হা মন্দভাগিনী আমি, মিথ্যা আশা ধ'রে
কতকাল রব আর সতৃষ্ণে চাহিয়ে !
মাস, বর্ষ, যুগ উঃ কত কি যে আছে,

(চমকিত হইয়া) কত দীর্ঘ, মনে এ যে পারিনে করিতে ;
সবই যে রে মায়াবিনী আশার বসতি !
(অধিকতর বৈরুপ্যের সহিত)
কোথা রে আশার অন্ত, ঘোর অন্ধকার !
আয় তুই, তোতেই আমি ডুবি চিরতরে !
(অশ্রুবিসর্জন)।

মায়া। (স্বগত) কি করি, কি দিয়ে এ শোক সান্ত্বনা ক'র্ব। আমিও যে আর থাক্‌তে পারিনে। এ সময় তো অন্য কথা শুন্‌বেন না। দুঃখের সময় দুঃখের ঢেউই কেবল উঠ্‌তে থাকে, আর তাই ভাল লাগে। কিন্তু শুনিচি সেই সব কথাতেই না কি সে দুঃখ আবার দূরও হয়। তাই ক'র্ব কি ? সেই ভাল। সেই সব কথাই তুলি। (প্রকাশে) দেবি, একটু ধৈর্য্য ধরুন। অমন ক'রে সুখের শরীরে আর অত কষ্ট দেবেন না। মা ! এখনিই আপনার এত যন্ত্রণা, না জানি পৃথিবীর শরীরে আপনি কত কষ্ট পেয়েছেন ! (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) ভাল দেবি, আপনার মানবলীলার অনেক কাণ্ডই তো শুনিচি, কিন্তু তার শেষভাগও কি তেমনি দুঃখের ?

কম। শুন্‌তে চাও সে দুঃখের কথা, শোন।

মায়া। (স্বগত) আহা সেই কথাতেই সব দুঃখ ভুলে যান। ভাল, তাই বলুন।

কম। কিন্তু সব কথা তো মনে পড়ে না মায়া ; তবে যাঁর কথা বুঝি কখনই ভুল্‌বার নয়, সেই সবই মনে আছে।

মায়া। সে কি দেবি, আর সব আপনি ভুলেছেন, কেবল সেইগুলি মনে আছে ? এতো বড় আশ্চর্য্য !

কম। আশ্চর্য্য নয় মায়া, তাই তখন আমার জীবন ছিল। পতি-প্রেমের অবলম্ব আস্বাদ না থাক্‌লে বিয়োগিনী কি বাঁচে ? দুয়ে মিলে এক, আর সেই এক আত্মার অর্দ্ধ অর্দ্ধ হয়েতে। তার আবার স্বর্গমর্ত্ত ভেদ কি ? জন্মজন্মান্তরভেদই বা কি ?

মায়া। (সবিস্ময়ে) স্বর্গে মর্ত্তে দুস্থানে দুজনে থেকেও সেই এক আত্মা, জন্মজন্মান্তরেও তাই ? প্রেমের কি এমনি মাহাত্ম্য ?

কম। এই মন্দাকিনী কি পৃথিবীতে জাহ্নবীর সঙ্গে এক হ'য়ে নেই ?

মায়া। তা বটে ; তা দেবি, যা মনে আছে তাই বলুন। (বিতর্ক-পূর্ব্বক) না দেবি, তা আর ব'লে কায নেই। সে সবও তো সুখের কথা নয়।

কম। না সখি, তা বল্‌তে আর আমার তত ক্লেশ হবে না। সে দিন তো চ'লে গিয়েছে, এখন এদিন যে আমার বড় ভার হয়েছে। এ দিন আমার যায় না যে মায়া ! (অশ্রুপাত)।

মায়া। দেখুন দেবি, এখনি আপনি চ'খের জল সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌চেন না। সে সব কথায় আর কায নেই। আগেকার কথা যা আপনি ভুলে যাচ্চেন, তা আর মনে পাড়িয়ে দিতে চাইনে, আপনি একটু স্থির হোন্।

কম। না মায়া, সে দূরের সঙ্গীত, যদিও আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে, তবু মনে কর্‌লে স্বপনের মত যেটুকু কাণে বাজে, তাও বড় মিষ্ট। তুই শোন্। (ক্ষণৈক স্তব্ধ থাকিয়া) আমি রাজমহিষী হয়ে যখন বনবাসিনী হয়েছিলাম, তখনও আমার তা'তে ক্লেশ হয়নি। তপস্বিনীর কুটীরের মধ্যে বাকল-ধারিণী তপস্বিনী হয়ে ব'সে রাজপুরীতে আমার রাজাধি-রাজ পতির পাশে সুখের সিংহাসন স্মরণ কর্‌তাম। আর যে সেই সকলসুখমাখা স্বামীর চরণসেবা কর্‌তে পেয়েছি, তা'তেই অভিমান ক'র্‌তাম। (সাশ্রুনেত্রে) সে সুখ যে একবার মনে কর্‌তে পারে, তার আবার দুঃখ কি ? কিন্তু তখনি যদি বাছা দুটীকে চ'খে প'ড়্‌ত, অমনি তাদের দীনহীনের বেশ দেখে মন কেঁদে উঠ্‌ত। আকুল-প্রাণে ভাব্‌তাম, হা বিধি, এরা রাজপুত্র, এদের কোন্ পাপে কাঙ্গাল তাপস কর্‌লে ?

মায়া। মাঃ ! এ কথা শুন্‌তেই যে বুক্ ফেটে যায়।

কম। একদিনের কথা শোন্। একদিন আমি ঐরূপ ভাব্‌ছি, এমন সময়ে পিতা বাল্মীকি বাছাদের কা'কে ডাক্‌লেন, "এস বৎস, জানকীর হৃদয়-মণি!" অমনি আমার মনে হ'ল, ওহো তাই তো, এরা তো সুধু রাজপুত্র নয়, এরা যে অভাগিনীর সন্তান! (অশ্রুমোচন।)

মায়া। দেবি, এত দুঃখে সে জন্ম গিয়েছে! আ মরি মরি, এ দুঃখ কেমন ক'রে সহ্য হয়েছিল? দেব কিন্তু বড় নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তখন।

কম। (সগাম্ভীর্য্যে) মায়া, এমন কথা আর কখনও যেন আমাকে শুন্‌তে না হয়। বরং এ দাসীরও আর্য্যপুত্রের সে সাগরের মত অতুল ভালবাসার উপর অবিশ্বাস হওয়া কখনও সম্ভব, তথাপি অভাগিনীর প্রতি তাঁর অপার করুণার একটুও ত্রুটি হওয়া সম্ভব নয়।

মায়া। (অপ্রতিভভাবে মুখ অবনমন।)

কম। না মায়া, তুই জানিস্‌নে, তাই অমন কথা আর্য্যপুত্রকে বল্‌ছিলি। শোন, আমার আর্য্যপুত্রের মহিমার কথা শোন।

মায়া। বলুন।

কম। কোন্ কথাই বা ব'লব? (স্মরণপূর্ব্বক) হাঁ শোন। এক দিন পিতার মুখে শুন্‌লাম, মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্‌বেন। শুনে এ পাপ মন কেঁপে উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম, পিতা বাল্মীকির কথা তো মিথ্যা হবে না, কিন্তু যজ্ঞ যে সহধর্ম্মিণী ভিন্ন হয় না।

মায়া। তার পর?

কম। তার পর একদিন শুন্‌লাম, সীতার অভাবে সোণার সীতা নির্ম্মাণ ক'রে মহারাজ যজ্ঞ কর্‌বেন। শুনে আমি যে কি হ'লাম, কি বল্‌ব। আহ্লাদে, অভিমানে, অহঙ্কারে, একেবারে অজ্ঞানপ্রায় হ'লাম। কতক্ষণ পরে সে মোহের স্বপন ভেঙ্গে গেল। আপনাকে মনে প'ড়ে বিষাদের তরঙ্গ উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম, একি ক'র্‌লে নাথ, সীতার অভাবে সোণার সীতা গড়িয়ে রাখবে! কেন, সীতার একবারে অভাব হ'লে কেন একাণ্ড হ'ল না! বিধাতা!

মায়া। দেবি দেবি, ক্ষান্ত হোন্, আর আমি শুন্‌তে চাইনে।

কম। অধিক আর বল্‌ব না, শেষের একটী কথা বলি, আমার বড় আশায় বড় নৈরাশের কথা শোন্। একদিন পিতা এসে হঠাৎ বল্লেন, বৎসে, মহারাজ তোমাকে সকলের সমক্ষে গ্রহণ কর্‌বেন, স্বীকার করেছেন। কল্য আমিই তোমাকে সঙ্গে ক'রে রাজসভায় লয়ে যাব। শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম।—সে কি? যে কথা মনে কর্‌তেও সাহস হয় না, সে কথা শুনি কেন? কাঙ্গালে রাজত্ব পাবে? কোথাথেকে মায়াবিনী আশা উপস্থিত হয়ে বল্লে, "হাঁ পাবে; কাঙ্গালিনী আজ্ রাণী হয়ে রাজপদ দেখ্‌তে পাবে।" কি ব'ল্‌ব মায়া, সে আশার লতা অঙ্কুরমাত্র বেড়ে উঠে যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধ'রে আমার সে দিন-মানকে যেতে দেয় নি। সে দীর্ঘদিন ব'সে ব'সে কত আশা কর্‌লাম। সকল আশার মূল আশা এই যে আর্য্যপুত্রকে দেখ্‌তে পাব। কিন্তু কত দুঃখ, কত অভিমান, কত চক্ষের জল এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'ল! তখন আমাতে আর আমি ছিলাম না। মনে কর্‌লাম, যেন আর্য্যপুত্রের নিকটেই উপস্থিত হয়েচি, কিন্তু কি বল্‌ব ঠিক্ কর্‌তে পার্‌চিনে। তখনি পাশে যেন সোণার সীতা আমার চ'খে পড়্‌ল। অমনি আমার হেঁট মুখ দিয়ে এই কথাটী বেরিয়ে প'ল, আর্য্যপুত্র, এ সোণার সীতা কেন? অভাগিনীর দুঃখ কি ও সোণার অঙ্গে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে?

মায়া। আহা আহা দেবি, একি করুণার কথা! এ নিদারুণ কথা কি আপনি মহারাজকে বল্‌তে পেরেছিলেন?

কম। মায়া, তা কি মনেও স্থির ক'রে আমি তাঁকে বল্‌তে পারি? তখনি আমার চেতনা হ'ল। মনে দারুণ ব্যথা পেয়ে ভাব্‌লাম, একি মহাপাপ এখনি করেছিলাম। সেই সময়, লব কুশ দুটী ভাই আমার দিকেই আস্‌চে, দেখ্‌তে পেলাম। দেখ্‌তে দেখতে আবার ধ্যানমগ্ন হয়েছি; হয়েই মনে কর্‌চি, এইতো বেশ হয়েচে! বাছাদের এই জটা-বাকলধারীর বেশে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করাই, তা হইলেই সব হবে। এই ভেবেই যেন মনে মনে করচি তাদের বলি, যে বাছা, এই রাজ-

সভায় আমার আগে তোমরা দুজনে দাঁড়াও। কিন্তু এ কথা আর মনে মনে বলা হয়নি। আমি শুনে শেষে লজ্জা পেলাম, বাছারা ব'ল্‌চে, "মা, এখনও তো রাজসভায় উপস্থিত হইনি। কিন্তু চল, এখনি যেতে হবে; আচার্য্য বাল্মীকি বল্লেন, যে তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে এস।"

মায়া। আহা দেবি, তখন আপনার মন না জানি কেমনই হইছিল। তা যাহোক্, আপনি গিয়ে মহারাজকে কি বল্লেন, তাই বলুন, তাই শুনি।

কমলা। কি শুনিবি সখি, তা যে শুনিবার নাই!
বলিতে কি কিছু আর পেরেছি? অদৃষ্ট!
কোথায় সে ভাগ্য? সখি দেখিতেও ফিরে—
বারেক দেখিতে নাথে আর না পাইনু।
আর না পাইনু সখি, যুগ যুগ ভরি
সেই দরশন-তৃষ্ণা ফাটায় এ বক্ষঃ
আজিও ফাটিছে বুক, মরি, মরি আমি! (কণ্ঠরোধ।)

মায়া। আহা আহা দেবি, এ যে সত্য সত্য আজি
ফাটে বুক্ তব! হায় কি করিনু আমি,
নিবন্ত আগুন হৃদে পুনঃ জ্বালাইয়ে।
ক্ষম দেবি দোহাই, দোহাই আপনার।

কমলা। (বিষাদ-মূকভাবে অবস্থিতা।)

মায়া। (অন্যমনে) আ মরি রে দেখাটাও হয় নি বারেক!

কমলা। (সাবেগে) কি দেখিব? দৃষ্টিশক্তি ছিল কি তখন?
রাজসভা লোকারণ্য স্বর্গ-মর্ত্ত্যলোকে,
অগাধ সমুদ্র যেন, তাহে তৃণসম
অতি ক্ষুদ্রা, একাকিনী নারী কি দেখিব?
ঘূর্ণিক ভীষণসিন্ধুমাঝে জীর্ণতরি,
ডোবে-ডোবে যেন, হায় সে দশায় আমি!
ঘন গরজন পশে কাণে, আঁখি দুটী
সেই-শেষ মুদিনু, তবুও কি দেখিনু!—

ভীম লোকারণ্য যেন তরঙ্গ প্রত্যেকে,
ভীষণ গরজি, সবে মেলি একেবারে
কাঁপিয়া উঠিল; শেষে আঘাতে আঘাতে
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া মোরে সেই তরি সম
ডুবাইল কোন্ তলে, কেহ না সখি রে—
কেহ ধরিল না, বুঝি শেষে সে অন্তিমে
মা আমার বসুন্ধরা—(মূর্চ্ছিতা।)

মায়া। (সত্রাস-রোদনে) ওমা একি হ'ল, একি হ'ল! দেবি, দেবি, ওমা আমি কি ক'ল্লাম অভাগী!

(সসন্ত্রমে কল্যাণীর প্রবেশ।)

কল্যাণী। একি একি! ওমা দেবী এমন হলেন কেন? ভগবন্, নারায়ণ, মধুসূদন! রক্ষা কর। (তালবৃন্ত-বীজন।)

কমলা। (আশ্বস্তা হইয়া) কে হিতৈষী, অভাগীর কর্ণরন্ধ্র ভরি
করিলি অমৃতবৃষ্টি! আহা আরবার
কর দেখি!

মায়া। (সগদ্গদে) দেবি, একবারে এমন হয়ে গেলেন কেন? আমরা যে ভয়ে মরি!

কল্যা। দেবি, এই যে আমি সুসম্বাদ নিয়ে এলাম।

কম। (সাহ্লাদে) কেও, কল্যাণী? সখি ভয় নাই, কি বৃত্তান্ত বল।

মায়া। মাঃ! বাঁচ্লাম।

কল্যা। বলচি দেবি, অন্তঃপুরে চলুন।

কম। না, আগে বল ব্রহ্মা কি বল্লেন।

কল্যা। ব্রহ্মা ব'ল্লেন, আমি শীঘ্রই এর উপায় কর্চি। দেবী যেন অধীরা না হন। আরও তিনি বল্লেন, যে দেবীকে ব'ল, আমরাও ভগবানের বিরহে নিরুদ্বেগ নহি।

কম। আচ্ছা অন্তঃপুরে চল, ভাল ক'রে শুনি গে।

উভয়ে। যে আজ্ঞা। (সকলে নিষ্ক্রান্তা)।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজান্তঃপুর।

(উপবিষ্ট লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।)

লক্ষ্ম। (সানন্দে) আহাহা, প্রিয়ার আমার চাঁদমুখের কি শোভা হয়েছে! একি, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, না শ্রেণীগাঁথা মুক্তাফল? (হস্তদ্বারা ললাট-মার্জ্জন।)

উর্ম্মি। (সস্মিতে) আর্য্যপুত্র, এত শক্তি তোমার, যে মুক্তাফল-গুলিকে অনায়াসে হাতে ক'রে চূর্ণ কর্‌লে!

লক্ষ্ম। প্রিয়ে, ও স্বাতি-সলিল তো শুক্তিগর্ভে পড়েনি, যে কঠিন মুক্তাফল হবে। ও তোমার মুখ-শতদলে প'ড়ে শতদলের স্পর্শগুণে কোমল মুক্তাফল হয়ে গিয়েছে, তাই অনায়াসে চূর্ণ ক'র্‌লাম।

উর্ম্মি। নাথ, আমার মুখের স্পর্শেই কোমল হ'ল, কি তোমার হাতের স্পর্শে কোমল হ'ল, তার ঠিক্ কি? তোমার হাত দুখানিও তো দুটী ফুটন্ত পদ্মফুল। তবে শতদল না হোক্, পঞ্চদল বটে।

লক্ষ্ম। না প্রিয়ে, আমি তোমার অনুচিত প্রশংসার দান প্রতিগ্রহ কর্‌তে পার্‌লাম না। আমাদের এ কঠিন পাণি শাণিতাগ্র বাণ, আমা-দের এ হৃদয় কঠিনতম পাষাণ—

উর্ম্মি। (সহাস্যে) একথাটী সত্য বেরিয়েছে নাথ, হৃদয় যে পাষাণ, তা আর একটুও মিথ্যা নয়, চৌদ্দ বছরই তার প্রমাণ।

লক্ষ্ম। একথা যথার্থ বটে, পাষাণ না হ'লে সে দীর্ঘব্যাপী শেলা-ঘাত-যন্ত্রণা কেমনে সহ্য করেছি।

উর্ম্মি। (সখেদে) আমরি মরি! কি দারুণই তখন বেজেছিল বুকে সে শক্তিশেল! (অশ্রুপাত।)

লক্ষ্ম। (সহাস্যে) আ পাগলি, সে শক্তিশেলাঘাতের কথা বল্-চিনে, তোমার বিরহের শেলাঘাত-যন্ত্রণা যে সে দীর্ঘকাল ভোগ করেছি,

তাই বল্‌চি। (অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া দিয়া) ননীর পুতলি আমার, রৌদ্র লাগ্‌তে না লাগ্‌তে অমনি গলেন!

ঊর্ম্মি। তা হোক্ নাথ, তোমার সে কষ্ট মনে হ'লে কি চ'খের জল সম্বরণ কর্‌তে পারা যায়?

লক্ষ্ম। যাক্, সে অতীতের কথায় কায নাই। এখন আজ্‌কার এ গ্রীষ্মকষ্ট কেন সাধে সাধে সহ্য কর? একে বৃষ্টি না হওয়ায় দিন এই উত্তপ্ত হয়েছে, তাতে আবার এই ভিতরের শয়নঘর; তা যাও, শীতসৌধে গিয়ে সখীদের শুশ্রূষায় একটু শীতল হও গে।

ঊর্ম্মি। (সস্মিতে) বৃষ্টি হচ্যে না ব'লে আজ্‌কার যে উত্তাপ তা আমার নেই। তোমার কথা একবার শুন্‌তে পেলে নাথ, কে আর বৃষ্টির ধারায় শরীর শীতল কর্‌তে চায়? দিনমানের মধ্যে এ সময় আমার কখনও মন্দ বোধ হবে না—এই সময়েই একবার তোমার দেখা পাই।

লক্ষ্ম। যা বল, কিন্তু এ সুখভাগী তুমি একলা নও প্রিয়ে, আমিও তার ভাগী।

ঊর্ম্মি। (অবনতমুখে) দাসীর এত ভাগ্য যে দাসীকে দেখে নাথের তৃপ্তি হবে! (লক্ষ্মণের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্যপুত্র, তোমার সুখের অভাব কি? তুমি দেব রঘুনাথের সেবা ক'রে যে সুখ পাও, কোন্ পুণ্যবান্ তেমন সুখভোগ কর্‌তে পারে?

লক্ষ্ম। (সানন্দ) যথার্থ বলেছ প্রিয়ে, দাদা মহাশয়ের সেবা ক'রে যে সুখ পাই, এ পৃথিবীতে তেমন সুখ আমি কোথাও পাবনা। আহা এতও কি স্নেহ! স্নেহের অক্ষয় নির্ঝর! (ক্ষণৈক হর্ষজড়ভাবে থাকিয়া) আমার চিরবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে; দেব রঘুপতিকে রাজ-সিংহাসনে দেখ্‌লাম, নিজহস্তে ছত্র ধর্‌তে পেলাম; কেবল দুঃখ আর্য্যা জানকীর জন্য।

ঊর্ম্মি। দিদির শোক একটু শান্ত হয়েছে কি?

লক্ষ্ম। মুগ্ধে, সে শোক কি শান্ত হবার? আর্য্যা জানকীর মূর্ত্তি তাঁর হৃদয়ের অস্থিতে আঁকা রয়েছে, জীবনে কি সে চিহ্ন মিলায়?

সকলি হরিতে পারে কাল ক্রূরমতি,
যা কিছু মানবে আছে বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি;
রামের হৃদয়ে কিন্তু নারিবে হরিতে,
সীতার মূরতি কভু জীবন থাকিতে।
এ জীবে তো নহে, বুঝি আত্মা ভিন্ন হ'লে
না হবে সে ভাব ভঙ্গ এ অখণ্ডকালে।

ঊর্ম্মি। কি কষ্ট! আহা ধন্য তুমি দিদি জন্মেছিলে পৃথিবীতে, ধন্য তুমি! (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) কেউ কিন্তু বল্‌তে পার্‌বে না যে তিনি এত শোক ভোগ করেন, কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

লক্ষ্ম। বুঝ্‌বে কেমন করে? শোক তাঁর অন্তরের অন্তরে। সিংহাসনে ব'সে যখন রাজকার্য্য করেন, কে বল্‌বে যে এ মহাপুরুষের মনের ত্রিসীমায় কখন শোক, তাপ, দুশ্চিন্তা পদস্পর্শ করেছে? কিন্তু যখনি সে কার্য্যভার হ'তে একটু বিশ্রাম লাভ করেন, অমনি শোক তাঁকে শব্দবেধী বাণের ন্যায় কোথা থেকে এসে অদৃশ্যে আক্রমণ করে। সেই নির্জ্জনে নিঃশব্দে তাঁর অন্তঃকরণ কাঁদে। সে মর্ম্মভেদী শোকে আমিই একমাত্র অবলম্বন থাকি।

নেপথ্যে। (বিষাদময় রাগপ্রবাহ।)

(কর্ণপাত করিয়া) ঐ শুন কি গান শোনা যাচ্চে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে সঙ্গীত।)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কোথা যুড়াইব রে হৃদি দাবানল।
স্মৃতির সমীরে শিখা গরজি হ'ল প্রবল।
একে বিষমাখা বাণে, তাহে এই হুতাশনে,
জীবন-হরিণ আজি নিতান্ত দেখি বিকল।
হ্রদ, নদ, নদী জলে, এ আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে,
নিভে যদি কাল-মেঘে ঢালে তার ধারাজল।

উর্ম্মি। আমরি মরি, এ শোক তেমন আগুনই বটে! এতকাল বেঁচে আছেন এই অনেক।

লক্ষ্ম। প্রিয়ে, আমি দাদা-মহাশয়ের কাছে যাই। আমার মন বড় চঞ্চল হ'ল। দাদা-মহাশয় বড় ব্যাকুল হয়ে থাক্‌বেন।

উর্ম্মি। হাঁ একলা আছেন। (স্বগত) আহা কি ভক্তি! দাদাই অর্দ্ধেক প্রাণ।

লক্ষ্ম। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) তুমিও এখানে থেক না, শীতসৌধে যাও। (পরিক্রমণ)।

উর্ম্মি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই। (ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত।)

আলেখ্যমণ্ডিত বিশ্রামভবন।

(শয্যোপবিষ্ট রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম। (বক্ষে হস্ত দিয়া) আঃ হৃদয় বজ্রসার! বজ্রসার তুমি।

পলাও তোমরা শোক, সন্তাপ, যাতনা;
যাও দূরে, এ হৃদয়ে নারিবে জীর্ণিতে;
রামের হৃদয় ইহা।

(হাস্যপূর্ব্বক)—তুমিও পরাস্ত হ'লে, তুমি যমরাজ!

ভয় কি হে দণ্ডধর, আরবার দেখ।

(ধ্যান-মগ্ন হইয়া) আঃ কত যুগকাল, স্মৃতি না জাগয়ে,

কতকাল প্রিয়াশূন্য আছি শূন্য-মনে!
চিরজীবী হইনু কি? বিধে, চিরজীবী?—

(অধিকতরভগ্নকণ্ঠে) অমর—এ প্রাণ ল'য়ে—এই জ্ঞান ল'য়ে?

(করতলে নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া শয়ন ও তদবস্থায় ক্ষণকাল অবস্থান। পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক ভিত্তিস্থচিত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া, সচকিতে)।

ওঁ কেও? দণ্ডকারণ্যে ভস্মমাখা অঙ্গে,
বীরের আকৃতি, কিন্তু ভিক্ষুকের বেশে!

(স্মরণপূর্ব্বক) অহো রক্ষোরাজ, মোর প্রিয়ারে হরিতে

এই ভণ্ড বেশে! ধিক্ এরই নাম বীর,
এ ভীরু পৃথ্বীতে?

(সচকিতে) একি, বিভ্রমোপক্রম!
আর নাহি ক্ষমাকাল।

(সবেগে উত্থান ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক) মূঢ়, প্রবঞ্চক,
জীবের অধম, তোর এই বীরপণা?

(খড়্গ উৎক্ষেপ করিতে করিতে)
ভুঞ্জিবে না প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গে?

(সহসা উদ্যম সম্বরণ করিয়া) না, না,
ধিক্, লঙ্কানাথ সে তো নির্ব্বংশ সমরে!

(স্থানান্তরে উপবেশন) তবে কি আমারই ভ্রান্তি?

(চিত্রের স্থলান্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক) তাই বা কেমনে?
তবে প্রিয়া মোর কেন অশোক-কাননে?

(তদবস্থ সীতার চিত্রে সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিয়া)
হাহা একি ম্লানমূর্ত্তি হয়েছে, আমরি!
নিষ্ঠুর, এ অঙ্গে ক্লেশ দিলি কোন্ প্রাণে?
শীর্ণাঙ্গী বিকলা, আহা প্রিয়ে কতকাল
দেখি নাই তোমা, দেবি কত দীর্ঘকাল!
এস দেবি, যুড়াই এ জ্বলন্ত শরীর
জ্বলন্ত অন্তর-আত্মা অমৃত-পরশে! (বাহু-প্রসারণ)
কই দেবি প্রিয়তমে, অভিমানময়ি,
আসিবে না?
(সাঞ্জলিবন্ধে) ক্ষম আজি। হা কোথায় তুমি!
কিছু যে দেখি না, এ যে সব অন্ধকার,
পাতাল যেন বা!
(স্মরণপূর্ব্বক) ওহো তাই তো, হা ধিক্,
আমি না পাতালতলে বিসর্জ্জেছি তোমা,
জনমের তরে! সে কি? বিসর্জ্জন—তোমা—

জনমের তরে? প্রিয়ে, পবিত্রে, সরলে,
জানকি—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতনের উপক্রম।)

লক্ষ্ম। (সহসা প্রবেশিয়া বাহুবিস্তারে ধারণপূর্ব্বক) একি, একি সর্ব্বনাশ, দাদা, দাদা! (রোদন করিতে করিতে ক্রোড়ে শায়িত করিয়া বীজন।)

রাম। (সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে) ভাই লক্ষ্মণ!

লক্ষ্ম। (সগদ্গদে) দাদা, একি হ'ল আপনার? এ যাতনা কত ভোগ কর্‌বেন? (অশ্রুপাত।)

রাম। (লক্ষ্মণের মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ভাই আমার! (নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক)

কঠোর-কমলগর্ভ-গভীর পরশে,
ইন্দু-সুধাধারা-ঘৃষ্ট চন্দনের রসে,
জুড়াল হৃদয়, ভাই বাহির, অন্তর,
নাহি আর দাহ-জ্বালা, শোকতাপ জ্বর।
তুমি হেন ধন যার হৃদয়-ভাণ্ডারে,
নয়নে নয়নে, ভাই কি অভাব তারে?

লক্ষ্ম। দাদা, এই চিত্রপটগুলি আজ্ আমি এ ঘর থেকে দূর ক'র্‌ব।

রাম। (সাশঙ্কে) কেন ভাই, আমিতো জীবনের স্বচ্ছন্দ-জাগ্রৎ ভাগই প্রজাদের পালনকার্য্যে ব্যয় করি; কেবল শ্রম-খিন্ন মোহনিদ্রা-ময় অংশটুকু এইরূপ পরবশভাবে যাপন ক'রে থাকি। কিন্তু এতেও কি আমার রাজকার্য্যের কোন ত্রুটি তোমার উপলব্ধি হয়েছে?

লক্ষ্ম। না, সে সকল ত্রুটি কখনই কিছু আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

রাম। তবে ভাই, সীতাকে অন্তঃকরণ থেকেও কেন বিসর্জ্জন দিতে বল? এ প্রতিকৃতি দেখাও কি প্রজাদের অসহ্য হয়েছে?

লক্ষ্ম। (নম্রমুখে) না, প্রজারা কিছুই বলেনি, তাদেরও কোন অপরাধ নাই; আমিই বল্‌চি—আপনার এ দারুণ শোকশান্তির জন্য।

রাম। বৎস, এ শোক বাড়বানল ; নির্ব্বাণসামগ্রীতে নির্ব্বাণ হবে না, উদ্দীপনেও উদ্দীপ্ত হবে না, তার কিছুই নাই। আর এই যে চিত্র-মূর্ত্তি সকল, এরা সখীর অপেক্ষা আমার উপকারিণী। বৎস, রাজ-কার্য্যান্তে নিত্য যে এই সময়—এক এক যুগপরিমাণ দীর্ঘ, কে এর পরিমাণ খর্ব্ব করে?

লক্ষ্ম। (স্বগত) খর্ব্ব করে বটে, কিন্তু সমস্ত যাতনা মনে জ্বেলে দিয়ে।

রাম। হা কেমনে ভু'ল্‌ব, পাতকী নারকী আমি! সে যে নিরপ-রাধা, অজ্ঞাত-অপরাধা, বনদেবী, গগণের জ্যোৎস্না! উঃ চণ্ডাল-অসাধ্য কর্ম্ম! (নয়নমুদ্রণপূর্ব্বক অবস্থান।)

লক্ষ্ম। দাদা ধৈর্য্য ধরুন, একটু ধৈর্য্য ধরুন। এ উজ্জ্বল রঘুকুল আপনাদ্বারাই অধিকতর উজ্জ্বল হয়েছে, আপনাদ্বারা সে উজ্জ্বলতার যেন একটুও হ্রাস না হয়। সূর্য্যকুলের সূর্য্য অস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মেঘে যেন না ঢাকে। (স্বগত) আমার কথা কি একটাও শুনচেন না? অথবা শুনেই বা কি হবে। বিধে, সর্ব্বশক্তিময় তুমি, তুমিই দাদার এ যাতনা নিবারণ কর, আর কে ক'র্‌বে?

রাম। (চক্ষুরুন্মীলন ও চিত্রের স্থানান্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া) দেখ বৎস, দেখ ;—

চলেছে তোমার রথ, দূরবর্ত্তী ক্রমে ;
মাঝে বনশ্রেণী দূর-উর্দ্ধীকৃত শিরে
ঢেকেছে নয়নপথ ; তবু তারি পানে
ঘনবাষ্পাকুল-দৃষ্টি, (আর কি হেরিবে?)
বিবশ-বিকল-অঙ্গ, প্রেয়সী আমার
ভূতলে পড়িয়া আহা ধূলায় লুণ্ঠিতা,
মেঘে মাখা আমরি রে সোণার বিজুলী!
না পান দেখিতে কিছু, অশ্রুলুপ্ত আঁখি।
সম্মুখে বহিছে গঙ্গা কলকল নাদে
অগাধসলিলা, পাছে ঘন বনশ্রেণি।

কি বলিলা ভাই তোরে বিদায়ের কালে
কি বলিলা, শোকতরু-ভগ্নরুদ্ধকণ্ঠে,
আমার জানকী, বৎস, রেখে এলি যবে
গর্ভভর-বিবশারে সে বিজন বনে ?

লক্ষ্ম। (সবাষ্পে) হা নিষ্ঠুর আমি! দাদা ভুলুন সে কথা ;
নারি আমি মনেতেও সে কথা স্মরিতে।

রাম। (লক্ষ্মণের মুখে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া)
বল বৎস, আজন্ম সমান—সমানেরও
অধিক দুঃখের অংশ করেছ গ্রহণ ;
শেষ দুই দিন, আর কেন হে বিমুখ ?

লক্ষ্ম। (অধোমুখে গদগদ-কণ্ঠে)
কি বলিব দাদা আমি, কহিলেন আর্য্যা
যাও পুরে বৎস মোর, যাও ত্বরা করি,
বড় ব্যাকুলিত আজি মোর আর্য্যপুত্র
হবেন অভাগী-তরে——

রাম। (সাবেগে) পতিব্রতে! পতিব্রতে! (মূর্চ্ছা।)

লক্ষ্ম। হা প্রেমের পরিণাম! দাদামশায়, দাদা, দাদা, (বীজন করিতে করিতে) এখানে তোরা কে আছিস্ রে, শীঘ্র আয়।

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই—আজ্ঞা যাই। (সসম্ভ্রমে পরিজনবর্গের প্রবেশ।)

পরিজনগণ। একি, একি, সর্ব্বনাশ, জল, জল, পাখা, শীগ্গির।

(চন্দনজল সেক ও ব্যজনসঞ্চালনাদি শুশ্রূষাকরণ।)

রাম। (সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক উপবেশন।)

লক্ষ্ম। (স্বগত) আঃ প্রাণ পেলাম।

রাম। (দৃষ্টিক্ষেপপূর্ব্বক) তোমরা সকলেই এখানে উপস্থিত! (প্রতীহারীর প্রতি) তোমার কোন সংবাদ আছে ?

প্রতী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ। দুয়ারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছেন, মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

রাম। (চিন্তাপূর্ব্বক) দ্বারে দাঁড়িয়ে, যমদূত? না না, দেবদূত? আচ্ছা যাও, সম্মানপূর্ব্বক তাঁকে নিয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা দেব। (নিষ্ক্রান্ত।)

লক্ষ। (স্বগত) ভাল, বিষয়ান্তর উপস্থিত হ'লেও আজকার যাতনা ক্ষণেক নির্ব্বাণ হয়।

রাম। দুরাত্মার অন্তঃকরণ এমনি কলুষিত হয়েছে যে সাধুসমাগম শুনেও প্রসন্ন হ'ল না। (চিন্তা।)

(প্রতীহারীর সহ দেবদূতের প্রবেশ।)

প্রতী। আসুন, এই মহারাজ আছেন।

দেবদূত। (প্রবেশপূর্ব্বক স্বগত) এই যে, কুমার লক্ষ্মণও আছেন। (প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক্।

রাম। স্বাগত মহাভাগ, আসন গ্রহণ কর।

দেবদূত। (উপবেশনপূর্ব্বক) মহারাজের দর্শনে পরম তৃপ্তিলাভ ক'র্‌লাম। কোন বিশেষ প্রয়োজনোদ্দেশে ব্রহ্মলোক হ'তে মহারাজের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

রাম। অতি সন্তোষের কথা। বোধ হয়, ভগবান্ ব্রহ্মাই কোন আদেশ করেছেন। যদি তা সত্য হয়, আমাদ্বারা তা সম্পাদিত হ'লে চরিতার্থ হব।

দেব। মহারাজ অতি যথার্থ অনুমান করেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মারই কোন আদেশ আছে। মহারাজদ্বারা তা নিষ্পন্ন না হবার কথা কি? কিন্তু সে বৃত্তান্ত নির্জ্জনে বক্তব্য। আরও তাঁর অনুমতি এই যে, সে নির্জ্জন মন্ত্রণাকালে যে নিকটে উপস্থিত হবে, তাকেই আপনার চির-পরিত্যাগ ক'র্‌তে হবে। আপনি সেইরূপই ক'র্‌বেন অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন, পরে নির্দেশ ব্যক্ত ক'র্‌ব।

রাম। (দুর্নিমিত্ত সূচনা করিয়া, স্বগত) একি বিধে, আবার কার পরিত্যাগ-দুঃখ আমার সহ্য করাবে? (চিন্তাপূর্ব্বক) সে সময় যে নিকটে আস্‌বে, তাকেই পরিত্যাগ কর্‌তে হবে! কি ভয়ানক কথা! যদি কোন পরিজনস্থ ব্যক্তি উপস্থিত হয়, হায় নিরপরাধে তাকে, চির-কালের জন্য——আর যদি কোন প্রাণাধিক আত্মীয় বন্ধু বা পৌরজন উপস্থিত হয়, সর্ব্বনাশ! না, এ প্রতিজ্ঞায় আমি অস্বীকার। অথবা অমঙ্গল আশঙ্কাই আগে করি কেন? সকলকেই অতি সাবধান, অতি সতর্ক ক'রে দেব। তা হ'লেও যদি অনবধানে অলক্ষ্যে কেহ উপস্থিত হয়? কি করি। ভগবান্ ব্রহ্মার নিদেশ, লঙ্ঘনে প্রত্যবায়, পবিত্র সূর্য্যবংশে প্রথম কলঙ্ক! বশিষ্ঠদেবও উপস্থিত নাই।

দেব। মহারাজ, কার্য্যের পূর্ব্ব-সূচনায় এত চিন্তার প্রয়োজন কি?

রাম। ভদ্র, মেঘের আড়ম্বর দেখেই অনুমান করা যায়, তার ফল প্রলয় ঝড় বা বৃষ্টিধারা। (স্বগত) হোক্, অদৃষ্টেরই অনুসরণ করি। (প্রকাশে প্রতীহারীর প্রতি) যাও, তুমি দ্বাররক্ষা করগে, জনপ্রাণী কেহ যেন বিশেষ কার্য্যানুরোধেও এখন আমার নিকট না আসে। (কঞ্চুকীর প্রতি) তুমিও যাও, প্রচার কর, আমার পুনরাজ্ঞা ভিন্ন এখানে কারও প্রবেশ নিষেধ। (সাধারণের প্রতি) তোমরা সকলেই আমার এ আজ্ঞার অন্তর্ব্বর্ত্তী। সাবধান, সাবধান।

সকলে। যে আজ্ঞা দেব। (নিষ্ক্রান্ত।)

রাম। ভদ্র, তোমার কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম। এখন বোধ হয় বক্তব্য প্রকাশের বাধা নাই?

দেব। মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণকেও এ স্থান থেকে যেতে হবে।

রাম। সে কি ভদ্র, আমার প্রাণকেও কি শরীর হ'তে প্রস্থান কর্‌তে বল?

দেব। (সাকূতে) মহারাজ, ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞায় অবজ্ঞা-প্রকাশই কি অভিপ্রেত?

লক্ষ্ম। (স্বগত) কি বিপদ্! আমার সর্ব্বনাশের জন্যই এ আজ্ উপস্থিত হ'ল নাকি? হোক্। (প্রকাশে) আর্য্য, ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘনে কায নাই। দ্বাররক্ষাকার্য্য আমিই করিগে। আজ্ দ্বারপালের কার্য্য অতি কঠিন কার্য্য হ'তেও কঠিন, সুতরাং আমাদেরই কর্ত্তব্য।

রাম। যাবে যাও বৎস, সবে হোক্ সুরক্ষিত,
কিন্তু প্রাণ কেন তবু কাঁদে অকারণে?
যা হোক, আপনা ভাই রাখিও আপনি,
চণ্ডাল রামের নাহি অসাধ্য ভুবনে।
কুলকীর্ত্তি-ধর্ম্ম তার শুদ্ধ আপনার,
ভ্রাতা, ভার্য্যা, আত্মা কেহ নহেক তাহার।

দেব। (লক্ষ্মণের প্রতি) তবে আপনার আর বিলম্বের অপেক্ষা দেখ্‌চিনে, অনুমতি পেয়েছেন।

লক্ষ্ম। (স্বগত) এ কি ক্রূর রাক্ষস! (ধীরে ধীরে নিক্রান্ত।)

রাম। আমাদের মন্ত্রগৃহে উপবেশন কর্‌লেই ভাল হয় না?

দেব। যে আজ্ঞা। (উভয়ের উত্থান ও নিক্রমণ।)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজান্তঃপুর।

(মায়ার প্রবেশ।)

মায়া। দেবী তো বল্লেন, "যা মায়া, একবার অযোধ্যানগরে; পৃথিবীতে সে বড় সুন্দরপুরী, স্বর্গতুল্য। সে দেখে আয়, আর্য্যপুত্র কেমন আছেন, আর ব্রহ্মা যে উপায় কর্‌বেন বলেছিলেন, তারই বা কতদূর হ'ল।" তা দেবীর তো বলা সহজ, কায করা যে কতদূর কঠিন, তা তো তিনি জানেন না। সহজের মধ্যে তিনি এই ক'রে দিয়েছেন, যে মানুষে আমাকে দেখ্‌তে পাবে না। তা এতে সুবিধাই বা কি হয়েছে। অযোধ্যার রাজসভাগার, বহির্ভবন, বিলাসভবন, দেবায়তন এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে তো কিছুই কর্ত্তে পার্‌লাম না। কেবল কোলাহলে বাড়ী পরিপূর্ণ, যেন কি বিপদ্ হয়েছে! কি যে হয়েছে, তা তো কেউ বলে না। পুরুষমানুষগুনোর কাছে কথা পাওয়াই ভার। তা এ অন্তঃপুরে এসেও যে কিছু কর্‌তে পার্‌চিনে। (নিরীক্ষণপূর্ব্বক) হয়েচে, এই যে দুই দিক্ থেকে দুটী মেয়েমানুষ এসে মিল্‌ল, গল্পও আরম্ভ করেছে; এরা কথায় কথায় কি ওকথা কিছু তুল্‌বেনা? শোনা যাক্ দিকি। (অগ্রসরণ।)

(দুইজন দাসীর প্রবেশ।)

প্রথমা। তাড়াতাড়ি যে কেন, তা আর কি বল্‌ব। (ব্যস্ততার সহিত) তা তুই একটু দাঁড়া ভাই, সব কথাই এসে বল্‌চি।

দ্বিতীয়া। না না, তা হবে না, তুই আগে আমাকে ব'লে আমার মনটা শান্ত ক'রে যা।

প্র। তুই আমাদের বিপদের কথা কতক শুনিচিস্‌তো?

মায়া। আহা, বিপদের কথা? তা তাই শুন্‌বারই আমার ভার হয়েছে; কি কর্‌ব!

দ্বি। শুনিচি বইকি। দেবপুরুষের সঙ্গে নির্জ্জনে মহারাজের কি পরামর্শ হচ্চে, সেখানে কারও যাবার যো নেই, যে যাবে তখনি তাকে মহারাজ একবারে ত্যাগ করবেন, তাই কুমোর লক্ষ্মণ দুয়োরে পাহারা দিচ্চেন, এই পর্য্যন্ত তো শুনিচি। তার পর হটাৎ একি গোলমাল হল? সকলের মুখে হায় হায় শব্দ, সবাই বলচে মহারাজের কি সর্ব্বনাশ হয়েচে, এ কাণ্ডখানা কি?

প্র। কাণ্ডখানা আর কি, আমাদের মাথা আর মুণ্ডু! পোড়া-কপালে দুর্ব্বাসা ঋষি কোথায় ছিল—কুমোর দুয়োরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় হটাৎ এসেই বল্লে, যে শীগ্গির মহারাজকে ব'লে এস, তাঁর সঙ্গে সাক্ষেত করা আমার ভারি আবিশ্যক হয়েচে।

দ্বি। তার পর?

প্র। তার পর আর কি, কুমোর মহারাজের পিতিজ্ঞের কথা ব'লে যত একটু তাকে বিলম্ব ক'ত্তে বলেন, ততই সে জেদ ক'ত্তে নাগ্‌ল, যে এখনি তোমাকে যেতে হবে। জেদ তো এমন তেমন নয়, বলে, না যাও তো শাঁপ দিয়ে রাজ্যিশুদ্দু সব এখনি ছার খার ক'রে ফেল্‌ব।

দ্বি। (গালে হাত দিয়া) আ মলো সর্ব্বনেশে! তার পর কা'কে দিয়ে মহারাজের কাছে সম্বাদ দিলেন?

প্র। কাকে দিয়ে আবার সম্বাদ দেবেন? মহারাজের নিষেধে কি সে তল্লাটে আর জনপ্রাণী কেউ ছিল? তা রাজ্যিশুদ্দু সবার বিপদ্ দেখে কুমোর আপ্‌নিই গেলেন।

দ্বি। (সাবেগে) ওমা সে কি? তবে কি মহারাজ কুমোরকে জন্মের মতন ত্যাগ কর্‌লেন?

প্র। চুপ্ চুপ্, আস্তে। একথা এখনো রাণী-মা'রা কেউ শোনেন নি।

দ্বি। (সখেদে) ওমা একি সর্ব্বনেশে কথা! আহাহা, এমন ভাই হারালেন? মরি মরি মরি! (সরোদনে) আমাদের মহারাজের ভাই কি হ'ল দেখ্‌দিকি। আ বিধেতা!

প্র। আহা কাঁদিস্‌নে লো কাঁদিস্‌নে। একেই আমি চ’খের জল আট্‌কাতে পাচ্চিনে। কেঁদে কি হবে বল্‌, যা হবার তাই হ’ল। যাই, সেজো রাণীমাকে ডেকে দিইগে।

দ্বি। এমন মা-বাপের বিপদ্‌ দেখে কি না কেঁদে থাকা যায়? যাই, এখান থেকে যাই। ওঁদের কাছে আর যেতে পার্‌ব না। আমরি মরি, ভাইই সর্ব্বস্বধন, কোন্‌ প্রাণে সে ভাইকে বিদায় দিলেন? সে সময় মুখে কি আর কথা কইতে পেরেছিলেন?

প্র। আহা সে কথা আর কেন জিজ্ঞেসা করিস্‌লো, পাষাণে বুক বেঁধে বলেছিলেন আর কি! কিন্তু যা শুন্‌লাম, শুনে আশ্চয্যি হবি ভাই, সে সময় নাকি মহারাজ একটু কাতর কি একটু অস্থির হন নি। অম্লেলান-মুখে বল্লেন, ভাই আমার, জন্মের মতন আজ্‌ তোমায় বিসর্জ্জন ক’ল্লাম। হে ধর্ম্ম তোমার জয় হোক্‌।

দ্বি। আহাহা দেব্‌তা গো দেব্‌তা, মানুষের মুখ দিয়ে কি এমন কথা বেরোয়! তার পর কুমোর কোথায় গেলেন?

প্র। তার পর মহারাজের কাছে বিদেয় হয়ে এই অন্দরে এখনি আস্‌চেন। তাঁর কথাতেই তো সেজো রাণীমাকে ডাক্‌তে যাচ্চি।

দ্বি। ওমা তবে যাও, আর বিলম্ব ক’র না। আমিও যাই।

(দাসীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত।)

মায়া। আহা, এমন ভাই ত্যাগ করা কি সামান্য কষ্ট! তা অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ, দেবতার চক্র! কি কর্‌বেন? কিন্তু হায়, দেবতাদের কায কি এত নিষ্ঠুর? কেন, অন্য কোন উপায়ে ভগবান্‌কে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেই তো হয়। তাঁদের তো সকল শক্তিই আছে, তবে জেনে শুনে এত কষ্ট দেওয়া কেন? যাঁর কষ্ট দেখে সামান্য মানুষেও কাঁদে, তা দেখে তাঁদের প্রাণ কাঁদে না? আমি ঐ দুঃখেই মরি। মরুক্‌ গে, আমি ওসব ভাব্‌লেই বা কি হবে! (স্মরণপূর্ব্বক সকৌতুকে) একবার কুমারকে দেখে যাই, অন্তঃপুরেই যখন এইচি। (পরিক্রমণ ও নিরীক্ষণপূর্ব্বক) ঐ যে, ঐ ঘরে উনিই বুঝি।

অন্তঃপুর—শয়নগৃহ।

(চিন্তামগ্ন কুমার লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্ম। (সোৎকণ্ঠে) কেন এত বিলম্ব না জানি প্রেয়সীর।
(সবিষাদে) হায় কেন আজি অন্য দিনের মতন
বিষাদিত হই আমি বিলম্ব দেখিয়ে;
যে টুকু বিলম্ব আজি তাই তো মঙ্গল
প্রেয়সীর মোর! আহা পড়িবে তো বজ্র,
থাক্ দুই চারি দণ্ড!

মায়া। এই তো কুমার! আহা! মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েচে। (শব্দানুসারে পশ্চাদ্‌ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া) এই বুঝি ঊর্ম্মিলাদেবী আস্‌চেন। স'রে দাঁড়াই। (তথাকরণ।)

(ঊর্ম্মিলার প্রবেশ।)

ঊর্ম্মি। (সহাস্যে) অসময়ে? একি ভাগ্য!

লক্ষ্ম। (আত্মসংবরণ করিয়া) এস প্রিয়ে এস।

ঊর্ম্মি। (নিরূপণপুর্ব্বক স্বগত)
একি, এত ম্লান মুখ! দোহাই বিধাতঃ,
চাহি না সৌভাগ্য, যেন বিপত্তি না হয়।
(প্রকাশে) কি হয়েছে নাথ?

লক্ষ্ম। (অব্যবস্থাকুলিতচিত্তে) না এমন কিছু, উঁহু
তীক্ষ্ণশরে কেন পুষ্পাবৃতি? ব'স বলি।
(স্তব্ধভাবে অবস্থিতি।)

ঊর্ম্মি। (সকাতর্য্যে) বল নাথ, বিলম্ব ক'র না, বল বল,
কি হয়েছে?

মায়া। আহা এ কাতরাণি যে আর দেখা যায় না গা!

লক্ষ্ম। বলি প্রিয়ে, বলিবারই তরে
এসেছি তোমায়, কিন্তু বলিবার নহে;

বিদায় আমারে আজি এ জন্মের মত
দেহ প্রিয়ে, এই ভিক্ষা এসেছি মাগিতে।

ঊর্ম্মি। (সচকিতে) সে কি নাথ, এ যে প্রাণঘাতী পরিহাস!
পরিহাসও মিথ্যা তো শুনিনি তব মুখে?

মায়া। (সাশঙ্কে) ওমা সাধে সাধে কেন এলাম এখানে।

লক্ষ্ম। সরলে, পরিহাসেরও নহেক সে ভাগ্য!
মিথ্যাও নহেক, সত্য, কিন্তু সত্য এত
কঠোর নিষ্ঠুর মূর্ত্তি, হেন উগ্রভাব,
কখন ধরেনি বুঝি।

ঊর্ম্মি। (আবেগ-বিকৃতস্বরে) সে কি, সত্য? নাথ! (মূর্চ্ছা)

মায়া। (বিচেতনভাবে অবস্থিত।)

লক্ষ্ম। জাগাও রে বিধে, তোর যন্ত্রণা দিবার
সময় যেতেছে ব'য়ে,
(প্রকৃতিস্থ হইয়া) অহো ধিক্, একি!
আমারি' সে প্রিয়া, আমি সমক্ষে জীবিতে
সমর্পি বিধিরে! উঠ প্রিয়ে, উঠ উঠ,
ভয় কি? এই যে আমি প্রিয়ে তোমারি তো
এই আমি, উঠ উঠ—

ঊর্ম্মি। (সংজ্ঞালাভ করিয়া বিহ্বলভাবে) যেও না প্রাণেশ,
কি করেছি অপরাধ, নাথ, না জানিয়ে
কি করেছি—ক্ষমা প্রভো—ক্ষমা হবে না কি?
অবলা, অজ্ঞানা, নাথ, দাসী—(রোদন)

লক্ষ্মণ। ক্ষম প্রিয়ে, আর শাস্তি দিও না আমারে।
নিষ্পাপা নিরপরাধা তোমায় এ আমি
হতভাগ্য ত্যজিতেছি, তুমিই ক্ষমিও।
এ পাপের সঙ্গে আর থেক না মুহূর্ত্ত,—
বিদায় সম্প্রতি—

উর্ম্মি। (পদতলে পতিত হইয়া) নাথ বল্যে না বলো না,
শুনিতে পারিনে, হায় বিধি কি করিলি,
একি হ'ল ! কিন্তু নাথ, কেমনে রহিবে,—
দেব রঘুপতি, তাঁর তুমিই যে প্রাণ—
তাঁরেও ত্যজিবে—

লক্ষ্ম। (সাবেগে) প্রিয়ে উর্ম্মিলে, এ জন্মে
হারায়েছি দাদারে তো—(মূর্চ্ছা)

উর্ম্মি। (রোদন করিতে করিতে) ওমা একি হ'ল !
নাথ নাথ, ওগো তোরা কে আছিস্ হেথা—
বাঁচা নাথে, উঠ নাথ—এখনি দাসীরে
ত্যজ তুমি—

মায়া। (প্রবুদ্ধ হইয়া) উঃ আর পারিনে তো আমি। (অপসরণচেষ্টা)

(সসম্ভ্রমে দাসীগণের প্রবেশ।)

মায়া। (সসঙ্কোচে পুনর্ব্বার স্বস্থানে দণ্ডায়মানা।)

দাসীগণ। কি হ'ল, কি হ'ল ওমা একি ! সর্ব্বনাশ !
জল, জল, পাখা—(শুশ্রূষাকরণ।)

লক্ষ্ম। (সংজ্ঞালাভ করিয়া) ভয় নাই, স্থির হও।
(দাসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক)
তোমরা এখন একটু—(দাসীগণের অপসরণ।)

উর্ম্মি। প্রাণ তো পেলাম ;
কিন্তু কি বলিলে নাথ হারায়েছ তাঁরে—

লক্ষ্ম। শুন নাই দ্বাররক্ষাবৃত্তান্ত আমার ?

উর্ম্মি। তবে কি তুমিই তাঁর প্রথম সম্মুখে
পড়েছিলে ?

লক্ষ্ম। তা না হ'লে হেন সর্ব্বনাশ !

উর্ম্মি। ওমা তবে সত্য সত্য হারালাম—(মূর্চ্ছা)

মায়া। (চীৎকার করিয়া) ওমা কি হ'ল, কি হ'ল!

লক্ষ্ম। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)

চিত্র-দেবগণ, বুঝি তোমাদেরও বক্ষঃ
বিদীর্ণ হইল, আমি সমান অক্ষত,
অটল, অকম্প, ধিক্! এ চণ্ডাল-করে
কায কি দয়ায় আর্য্যে উঠ, উঠ প্রিয়ে!

(ক্রোড়ে ধারণ করিয়া চন্দনবারিসেক ও বীজন।)

ঊর্ম্মি। (সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া)

আবার চেতনা, হায় কি হ'ল আমার!
বিধাতা—নিষ্ঠুর, তুমি কোন্ বজ্র দিয়ে
করেছিলে এ কঠিন প্রাণের নির্ম্মাণ?
কি করিব নাথ আমি, নাথ—অভাগিনী!

মায়া। আহা আহা বিধাতা, সুখের নাম ক'রে
কেন এত দুঃখ দেওয়া তব? মরি মরি!

লক্ষ্ম। (ঊর্ম্মিলার অশ্রুমার্জ্জনাপূর্ব্বক)

প্রিয়ে বীরপত্নী তুমি, রঘুকুলপত্নী;
কেন এ সময়ে—জীবনের শেষ ক্ষণে,
নির্ব্বীর্য্য আমায় কর? জিন শোকদুঃখে।
সবই অন্ধকার, অবসান অন্ধকারে;
কভু ক্ষণ-আলো, যেন বরষায় সূর্য্য!
ডুবিত নিশ্চয়ই, নয় ঘটনার মেঘে
ডুবিল সত্বরে কিছু, কি ফল বিষাদে?
তবু এ আঁধারে তব আলোক-অঙ্কুর
রহিল সে চন্দ্রকেতু, থে'ক তাই চেয়ে।

নেপথ্যে। মা আমার কোথা গো?

ঊর্ম্মি। (কিঞ্চিদুচ্চস্বরে) এই যে বাবা আমি,
যাই ধনমণি!

(লক্ষ্মণের প্রতি সদৈন্যে) আমি আসি আর্য্যপুত্র,
দেখুক্ তোমারে বাছা আমার ক্ষণেক,
এই আসিতেছি—(প্রস্থিতা)

মায়া। (আকুল অন্তঃকরণে) ওমা আবার কি হবে!

লক্ষ্ম। আর কেন বন্ধন ? এখনি বিসর্জ্জিয়ে
জীবাত্মা—বন্ধনপাত্র, যুড়াই যন্ত্রণা!
সংসার, পলাও আজি মোর চক্ষে থেকে।
(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) মা'দের চরণ তবে শেষ দরশন
করি আজি বারেক।
(দর্শন ও প্রণতিপূর্ব্বক) হায় মা, তোমাদেরও
চিত্রমূর্ত্তি শেষ এবে! আশীষ জননি,
তোমার সন্তান যেন যশের শরীরে
রাখিয়ে অক্ষত, প্রাণ বিসর্জ্জিতে পারে।
(নিষ্ক্রান্ত।)

মায়া। (সোদ্বেগে) ওমা একি করিলেন! এখনি যে দেবী
আসিবে উর্ম্মিলা ছেলে লয়ে! অভাগিনী!
কেমনে সে শূন্য ঘর দেখিবে, আমরি
চিরশূন্য ঘর! আমি তা তো পারিব না,
পলাই এ স্থান ছেড়ে, এ যে বধ্যভূমি!
(গমনোপক্রম।)

(একজন দাসীর প্রবেশ।)

মায়া। (সভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন।)

দাসী। (ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া) ওমা কোথায় গেলেন ? এখানে তো কুমার নেই। সে কি, সেজো মা বল্লেন, যে এই ঘরেই আছেন। যাই তাঁকে বলিগে দিকি। (প্রস্থিতা)

মায়া। (সাশ্রুনেত্রে) যাও, আর কি বলিবে, সব ফুরায়েছে!
(সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

(আকাশপথে মায়ার প্রবেশ।)

মায়া। (সখেদে) পরদুঃখ ভুঞ্জিবারে বুঝি বা হৃদয়
হয়েছিল, পরদুঃখে সুধু কাঁদিবারে!
পরই বা কে? আহা জীবে সবই তো সমান!
কাঁদিব না? কেন বা অশ্রুরই সৃষ্টি তবে?
(সবিস্ময়ে) ভা'য়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার তরে
আপনারে চিরদুঃখী করিলা আপনি!
আর ভ্রাতা সে ভায়েরে করিলা বর্জ্জন,
প্রতিজ্ঞার ধর্ম্ম তবু নারিলা বর্জ্জিতে;
জীবন ত্যজিতে কিন্তু প্রস্তুত এখনি।
স্বর্গভূমি অবতীর্ণ দেখিনু ভূতলে!
কিন্তু বড় দুঃখ, বড় দুঃখ পৃথিবীতে!
এত কেন বিধে, এত অধিক কেন বা
করিলে! করিলে যদি, তবে কেন তুমি
এ মহাপুরুষগণে পৃথিবী-নিবাসী
করিলে হে, এ দুঃখের-পৃথিবীনিবাসী!
ধিক্ এত অবিচার অদৃষ্টের রাজ্যে!
(নিম্নে কোলাহল শ্রবণ করিয়া)
ও কি, হাহাকার শব্দ? আবার কি হ'ল?
(কর্ণপাতপূর্ব্বক) কি হয়েছে? সরযূতে কুমার লক্ষ্মণ
জীবন ত্যজিলা, তারই হাহাকারধ্বনি?
আহা আহা কি শুনিনু, একি সর্ব্বনাশ!
হা মহাপুরুষ! হা রামময়-প্রাণ!

মরি মরি, এ যে দুঃখ সহনে না যায়।
হা পৃথিবি, কি রতনে তুই হারাইলি!
হায় এমনি বা বুঝি সবই ক্রমে ক্রমে
যায় হেথা! নাঃ, আর পারিনে তিষ্ঠিতে!
এ দুঃখ-সাগরে আর কার সাধ্য থাকে?
যাই চ'লি—
(কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগতি অভিনয় করিয়া, স্মরণপূর্ব্বক)
ওহো যাঁর তরে হেথা আসা,
তাঁরেই যে ভুলিলাম দেখিতে, কি ভ্রম!
(বিতর্কপূর্ব্বক) কিই বা দেখিব? সবই মনে মনে আমি
দেখিতে পেতেছি, দেব আছেন যে ভাবে।
তবুও দেবীর আজ্ঞা! যাই—দেখি, কিন্তু
কেমনে দেখিব? দেবি, দয়াবতী তুমি
কেন হেন আজ্ঞা হায় করিলে আমারে!
(ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক)
এই তো ভবন, কই কলরবমাত্র
শুনিনে তো, হেথা বুঝি নাহি কেহ তবে।
(নিরূপণপূর্ব্বক)
না, গৃহমাঝে এ যে অনেকে বসিয়ে।
(সবিস্ময়ে) এমন নিঃশব্দে! তবে রঘুপতি বুঝি
থাকিবেনও হেথা; দেখি—
(পরিক্রমণ ও নিরীক্ষণপূর্ব্বক) তাই তো! হয়েছে,
উনিই সে রঘুপতি, তা না হ'লে আর
যুড়ায় এ চক্ষু হেন?
(অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে) ওঁরই না অন্তরে
সে অসহ্য শোক তাপ? উঃ কি গম্ভীর!
কি গম্ভীরমূর্ত্তি! ধন্য, মানুষেও তুমি

সেই দেব সত্য; যাই, দাঁড়াই আড়ালে।
(সবিতর্কে) না, আমারে তো কেউ দেখিতে পাবে না,
মিছা কষ্ট এতক্ষণ ভুগিলাম! হোক্;
রাজস্থান, সাবধানে থাকাই সে ভাল।
(উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মানা।)

(যথাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্র, বশিষ্ঠদেব, ভরত, শত্রুঘ্ন, কুশ, লব ও পরিজনবর্গের প্রবেশ।)

বশিষ্ঠ। মহারাজ, আকৌমার কাল আপনি ধৈর্য্যের প্রতিরূপ ব'লে লোকে খ্যাত আছেন। অতএব সে বিষয়ে আপনাকে কোন উপদেশ-কথন পুনরুক্তিমাত্র—

রাম। (অশ্রুভক্তি অভিনয়পূর্ব্বক)

প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে এ কয় মুহূর্ত্ত,
অর্দ্ধ প্রাণ ত্যজি আমি রয়েছি জীবিত।
তবু বা কেমনে আছি চেতনারে ল'য়ে!
ধিক্ ভ্রাতৃপ্রেমে মম! অয়ি নিষ্ঠুরতে,
পূর্ণ-আধিপত্য-ভূমি হেন কভু বুঝি
পাও নাই, রামচিত্তে যেমন পাইলে।

বশি। মহারাজ, আপনাকে উপদেষ্টব্য আর কি আছে? তথাপি বিপৎকালে বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হয়—

রাম। (সবিনয়ে) ভগবন্, আজন্ম এ দাসকে উপদেশদানে চরিতার্থ করেছেন। এখন অন্তিম উপদেশ দেন, কি প্রকারে বৎসের বিরহ-যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করি।

বশি। মহারাজ, আপনার বিজ্ঞাত কথায় আপনি ক্ষণেক অবধান করুন; আমি পুনরুক্ত করি। দেব, পুত্র-ভ্রাতৃ-ভার্য্যাদি সংসার মায়ার রচনামাত্র। বস্তুতঃ, সকলই জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণ-বিনশ্বর, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অদ্বিতীয় অনন্ত সমুদ্রে লীন হয়। সেই অনন্ত সমুদ্রের বুদ্বুদ-

বিলাস বা অনন্ত ব্রহ্মের লীলাপ্রপঞ্চস্বরূপ শরীরিসমুদায়ের অন্যোন্য-রক্ষা নিমিত্ত মায়াবন্ধনের সৃষ্টি। অন্যান্যের বিয়োগ-মোহে শরীর-পাত তার উদ্দেশ্য নয়, বিশেষতঃ আত্মদর্শী জনের পক্ষে তা উপযুক্তই নয়। কারণ, এ মায়াবন্ধন অজ্ঞান ব্যক্তির সমক্ষে লৌহনিগড়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য, কিন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সে মিথ্যাবন্ধনের গ্রন্থি বিমোচন ক'রে অনায়াসে নির্ব্বৃতিলাভে সমর্থ—

রাম। গুরুদেব, শোকের অন্ধকারে আমার দৃষ্টি অন্ধ। আরও আমি এ শরীরে দিব্য দৃষ্টি লাভে অপ্রার্থী, এ আজন্ম-বসতি মায়াময় লীলাহর্ম্ম্য ভূমিসাৎ ক'র্‌তে অনিচ্ছু। কৃপা করুন, আমার দেহরক্ষার নিমিত্ত বৃথাপ্রয়াসে নিবৃত্ত হোন্—ভগবন্, আমার আত্মা পলায়ন করেছে। দাসের এই শেষ প্রণতি। (প্রণতিকরণ।)

বশি। (স্বগত, সবিস্ময়ে)

অহো ভ্রাতৃ-প্রেম! অহো শোক-বিষদংশ!

রাম। বৎস ভরত-শত্রুঘ্ন, আমি এ সংসার হ'তে বিদায় হ'লাম। এখন এই আমার চরম আশীর্ব্বাদ, যেন রামের যাতনা তোমাদের শরীর না স্পর্শে। আধিব্যাধিশূন্য সুদীর্ঘ জীবন সৌরাজ্যসুখভোগে অতি-বাহিত কর। আমার নিমিত্ত ব্যথিত হয়ো না।

বিরহে ব্যাকুল বৎস লক্ষ্মণ আমার,
বুঝি ম্লানমুখে তার বহে অশ্রুধার।
আর না; অর্দ্ধেক আত্মা, তাহে আবরণ
নাহিক, এ শূন্যভাব ঢাকে না কখন।
(অন্যমনে) যাই বৎস, দূর পথ—অজ্ঞাত—একাকী
যেয়ো না, যাওনি কোথা আমা দূরে রাখি।

ভরত-শত্রুঘ্ন। সে কি দাদামশায়, আপনার অভাবে আমাদের রাজ্যসুখভোগ? ধিক্ সে অমানুষ রাজ্যে! আপনি যেখানে যাবেন, সেই আমাদের রাজ্য, আমরা আপনার অনুগামী। বৎস কুশ-লব সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন। আমাদের প্রার্থনা, তাঁদের প্রতিই রাজ্যভার অর্পিত হোক্।

রাম। তাই হোক্, যথারুচি, আর এ আমাতে
নাহি প্রয়োধনশক্তি। নব নৃপ-তরে,
সর্ব্বহিতবিধানে রহিলা কুলগুরু,
আমার অধিকরূপে ; দেহ আজি মোরে
শেষ স্বাধীনতা ; বড় জলে অন্তরাত্মা,
দেখি যদি সরযূতে যুড়ায় এ জ্বালা।
(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, কুশ-লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)
দলিত লতায় শেষ চিহ্ন ফুল দুটী!
হায়, নামমাত্রে ছিল যে আশ্রয়তরু,
তাও যায়, গুরো, এবে আপনার পদে
আমার এ দুটী, দেব,—

কুশ-লব। (ক্রন্দন করিয়া) বাবা, বাবা, কোথায় যাবেন ? আমরা সঙ্গে যাব, আপনি একলা যেতে পাবেন না—

রাম। এস বধিরতে, এস তিমির সম্প্রতি,
মুহূর্ত্তের তরে ; না না, ভাই গেল কোথা ?
এস না মুহূর্ত্ত, বৎস গেল কোন্ পথে ?
(বেগে নিষ্ক্রান্ত।)

ভরত-শত্রুঘ্ন। একি একি, দাদা, দাদা, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমরা যাই, আমরা——(নিষ্ক্রান্ত।)

পরিজনাদি। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ! শীগ্গির, শীগ্গির——(নিষ্ক্রান্ত।)

বশিষ্ঠ। (শোকভগ্নকণ্ঠে)
বিধাতঃ বিধাতঃ নিদারুণ, কি করিলে!
সহস্রের একমাত্র জীবনে হানিলে!
শত দীপে এক ঝঞ্ঝাবাতে নিবাইলে!
অন্ধকার—চির অন্ধকার—চিররাত্রি—
এ চিরশ্মশান কেন সৃজিলে বিধাতঃ,
কোন্ পাপে মর্ম্মে মর্ম্মে দহিতে জীবিতে ? (অশ্রুমোচন।)

(দূরে হাহাকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া)

ওকি শুনি, হাহাকার? কৃতান্ত, তোমা'রি
ও বিজয়ধ্বনি! অহো সংসার-বিবর্ত্ত!
বিশাল তড়াগ, পূর্ণ সুগভীর নীরে,
প্রফুল্ল কমলবন মধ্যাহ্ন-মিহিরে;
সহসা প্রমত্ত হস্তী কালান্তক সম
প্রবেশি তথায় যথা আলোড়ে নির্ম্মম,
সনালে সমূলে ছিঁড়ে শত শতদল,
ব্যাকুল সশব্দে উড়ে জলপক্ষিদল,
হায় রে এ রঘুকুলে আজি সেই দশা,
অকালে, নির্ম্মূল আশা, নির্ম্মূল ভরসা!
অস্তগত চন্দ্র, দিক্ অন্ধকারময়,
আঁধার গগণে দুঃখে ভাসে তারাচয়!
হাহাকার-শব্দাকুল পুরবাসিগণ,
প্রতিশব্দে কাঁদে সৌধ গভীর-ভীষণ!
আর কি ভীষণ, বিধে, পার দেখাইতে,
দেখাও নিষ্ঠুর!—আর আছে যাহা চিতে।

(নয়নমার্জ্জনপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত।)

মায়া। (উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে) ও মা একি দেখ্‌লাম আমি, কি দেখ্‌তে এলাম! সর্ব্বনাশ হ'ল যে! হা রঘুনাথ, পূর্ণচন্দ্র, অযোধ্যার পতি!

মরি মরি, বিধাতা—বিধাতা—নিদারুণ,
এ চন্দ্রের অস্ত দেখায়োনা, দেখায়োনা!
রাখ রাখ দেব, রাজ-রাজে সিংহাসনে,
কিছু কষ্ট হবেনা দেবীর, রাখ রাখ!

(রোদন করিতে করিতে জনতাভিমুখে ধাবমানা।)

(সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

বৈকুণ্ঠধাম।

(একটী স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। (সান্তর্হাসে) মায়া কি উদ্দেশেই বা পৃথিবীতে গিয়েছে, কিই বা ক'র্‌চে! (সানুকম্পে) আহা, সৃষ্টির সর্ব্ব-সুকুমার উপাদান-ভাগ! শোকাতুরা বনদেবতার ন্যায় বিচেতনে বাষ্পাকুলনয়নে ভ্রমণ ক'রে ক'রে বেড়াচ্চে। তা মায়াবন্ধনের এরূপ সুকুমারতা অথচ এরূপ দুর্ম্মোচ্যতাই একান্ত আবশ্যক। অন্যথা বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক হ'ত। যাক্, এখন আমি মায়া হয়ে কি কর্‌তে পারি দেখি দিকি। (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক সোল্লাসে) প্রকৃতি দেবি! নিত্য শোভা তোমার এধামে, ধরাতলের মত চঞ্চল নয়;—

নিত্য হাসি ফুলদল সুস্নিগ্ধসমীরে,
দিগন্ত আমোদি গন্ধে দোলে ধীরে ধীরে;
থরথরে কাঁপে ফুল নধর পল্লব;
নিত্য সে বসন্তসখ প্রকাশি গরব,
কুহুকুহু-কণ্ঠে কুঞ্জে করে জাগরিত
মুগ্ধ মনোভবে যেন ললিত-ললিত!
নিত্য সে বসন্তলক্ষ্মী প্ররূঢ়-যৌবনা,
না আছে জরার জ্বালা, মালিন্য-যাতনা।

তাই কি আজ্ এত ভাল লাগে? না দেবি, তুমিও কালান্তে নয়নে নূতন ভাব দেখাও। অথবা—

স্বভাব-সুন্দর ভাব ধরে যেই জন,
নিত্য সে নূতন কান্তি করে বিকসন।

(চিত্ত সংযত করিয়া) আ অধৈর্য্য, এত কাল কোথায় ছিলে? এই টুকু গমনের বিলম্বও কি অসহ্য হ'ল? (পরিক্রমণ।)

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। (নিরীক্ষণ করিয়া) একমনেই চলেছেন যে, কোথায় গিয়েছিলেন মায়াঠাকৃরুন্?

স্ত্রী। (হাস্যপূর্ব্বক) তোরা কি তা জানিস্‌নে? (সোৎকণ্ঠে) দেবী কেমন আছেন, কোথায় আছেন, কি কর্‌চেন?

প্রতি। ওমা মা! একদণ্ড গিয়েছেন তাইতেই এতো—

স্ত্রী। (বিরক্তির সহিত) আঃ পরিজনের কি চপলতা! (স্বগত) না, এর দোষ কি? আমার কালপরিমাণ এরা কি জানে।

প্রতি। (স্বগত) এঁর এ নূতন ভাব দেখ্‌চি যে! (প্রকাশে অসন্তোষের সহিত) তিনি ঐ আনন্দ-সৌধে আছেন।

স্ত্রী। (সোৎসাহে পরিক্রমণপূর্ব্বক) এই তো আনন্দ-সৌধ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে) এই যে দেবী! (অগ্রসর হইয়া সহর্ষখেদে) আহা, একি ম্লানভাব হয়েছে!—

বিষাদ মাখান কেস অধরের দলে,
হেলিয়ে পড়িত গণ্ড বাম করতলে,
এলায়ে পড়েছে বেণী ভুজঙ্গী-আকার,
আমরি সুখের তনু দুঃখের আগার!

(নিস্তব্ধে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।)

(যথোক্তরূপা কমলা ও পরিজনাদির প্রবেশ।)

কমলা। (গণ্ডস্থল হইতে হস্ত নামাইয়া প্রফুল্লভাবে) সখি, আমার মনে হঠাৎ আজ্ একি আহ্লাদভাব হ'ল! মায়া নিশ্চয় এসে আমায় সুসম্বাদ দেবে। (সোৎকণ্ঠে) কতক্ষণে আস্‌বে?

স্ত্রী। (স্বগত) বহুকাল পরে আজ্ অমৃত পান ক'র্‌লাম।

কল্যাণী। (সহর্ষে) দেখি, কতদিন পরে ও মুখখানিতে হাসি দেখে বাঁচ্‌লাম। মায়া এল ব'লে। আপনি অমন ক'রে আর অসুখে থাকবেন না। ভালোর আশাই তো পাওয়া গিয়েচে। বিলম্ব হচ্যে, তা

ভয় কি? সে তো শুধু শুধু আর সেখানে ব'সে থাকৃবে না। বিলম্বেই বরং কাযের মঙ্গল।

কম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আশা ক'রে ক'রে বড় বঞ্চিত হয়েচি সখি, আশা আর মন ক'র্‌তে চায় না। এখন যা হবে তাই সহ্য কর্‌বার জন্য বুক পেতে রেখেছি, আর কি! দুঃখের মূর্ত্তিতে আর আমার ভয় নেই। তারা এখন আমার নিত্য-সঙ্গী।

স্ত্রী। (স্বগত) আর আমার শুন্‌বার শক্তি নেই। (প্রবেশপূর্ব্বক সস্মিতে) দেবি, ভাল আছ তো?

কল্যা। তবু ভাল, হ্যাঁলা, তুমি আমি কর্‌তে নাগ্‌লি যে!

কম। (সহর্ষে উত্থান করিয়া) আয় সখি আয়, আমার আলিঙ্গন কর। তোর হাসিমুখ দেখে বাঁচ্‌লাম। (হস্ত প্রসারণ।)

স্ত্রী। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক সরোমাঞ্চে স্বগত) অহো স্পর্শ!

কম। (স্পর্শসুখানুভব করিয়া)

একি সখি, তাঁরি স্পর্শ, তাঁরি স্বর, একি!
তুই যে অর্দ্ধেক তাঁকে এনে দিলি সখি!
কি দিব, যে সুসম্বাদ এনে দিলি মোরে,
ধর এই ছড়া—সুকণ্ঠের পুরস্কার। (কণ্ঠহার প্রদান।)

স্ত্রী। (কণ্ঠে ধারণ করিয়া) কই দেবি, আমি তো কিছুই সুসম্বাদ
দিইনি, আগেই কেন এ দিলেন মোরে?

কমলা। না দিলি, মনেই সব বলেছে আমায়।
ও মুখে কখনো তোর নেই কুসম্বাদ।

কল্যা। (স্বগত) এত সোয়াগ ভাল নয়, দাসীই তো।

স্ত্রী। (ত্রাসাভিনয় করিয়া) দেবি, আমি ভয়ে ব'ল্‌তে পার্‌চিনে, অতি কুসম্বাদ।

কমলা। (সচকিতে) সেকি, কুসম্বাদ? তবে মনও কি আমারে
প্রতারিল? আর না! না সখি শুনিব না—
ব'লো না, ব'লো না, নাথ—(মুর্চ্ছিতা।)

স্ত্রী। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা! একি ক'র্‌লাম, সাধে সাধে এ যাতনা দিলাম? উঠ উঠ দেবি, ভয় নাই ভয় নাই, আশ্বস্তা হও। (গাত্রে হস্তামর্ষণ।)

কল্যা। কি কর্‌লি সর্ব্বনাশি, পোড়াকপালি! এই ক'র্‌তে গিয়েছিলি? (বীজন।)

কম। (সংজ্ঞালাভ করিয়া সবিস্ময়ে) একি মায়া,
অমৃতের স্পর্শ তোর দেহে, মুখে বিষ!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। দেবীর জয় হোক্। দেবি, একটী স্ত্রীলোক, দেখতে অবিকল মায়ার মত, অন্তঃপুরে আস্‌ছিল; প্রতিহারী তাকে মায়াধারিণী ব'লে বেঁধে রেখেছে। সে বারম্বার দেবীর নিকটে আস্‌তে চায়। দেবী যে আজ্ঞা করেন।

স্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) যাও যাও, সত্বরে তাকে বন্ধনমুক্ত ক'রে এখানে নিয়ে এস।

কম। (স্ত্রীর প্রতি) কেন সে কে?

স্ত্রী। আগে আন্‌তে আজ্ঞা হোক্, পরে বল্‌চি।

কম। (কঞ্চুকীর প্রতি) যাও, তাকে নিয়ে এস।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (স্বগত) দেবীর আগে ও আজ্ঞা দেয়, ভারি আস্পর্দ্ধা দেখি যে! যাক্, দেবীও যখন ব'ল্লেন—(গমনোপক্রম।)

স্ত্রী। যাও, শীঘ্র যাও—

কঞ্চু। (নিরুত্তরে নিষ্ক্রান্ত।)

কল্যা। সে কে লা?

স্ত্রী। (সহাস্যে) সে মায়া।

কম। (সবিতর্ক দৃষ্টিতে) তবে তুমি?

স্ত্রী। (নিজস্বরে) আমায় চিন্‌বে না দেবি!

কম। (স্ত্রীর মুখে পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া, সবাষ্পে) একি হ'ল আমার? আমি কি পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাব না? (স্ত্রীর চরণতলে পতন।)

স্ত্রী। উঠ উঠ প্রিয়ে, জীবন-সর্ব্বস্ব আমার! (হস্তদ্বারা উত্থাপন-পূর্ব্বক অশ্রুমার্জ্জনা।)

কম। (স্ত্রীর গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া) কতকাল দেখিনি আমি নাথ—(রোদন।)

কল্যা। একি, দেব নারায়ণের মূর্ত্তি! (সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ।)

নারায়ণ। (বাষ্পধারা প্রমার্জ্জনপূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া)

আর কেন জল, দেবি, নির্ব্বাণ অনল;
আবার অনলে কেন জ্বাল, ঢেলে জল?

কম। (বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে অবস্থিতা।)

কল্যা। (সবাষ্পে কৃতাঞ্জলিপুটে) দেব, আমার অপরাধের কি মার্জ্জনা হবে? আমি যে অসংখ্য অপরাধে অপরাধী!

নারা। ভয় নাই কল্যাণি, তোর ভয় নাই।

কম। (স্বস্থা হইয়া) আর্য্যপুত্র, এতক্ষণ দগ্ধের উপর আমাকে দগ্ধ কর্‌ছিলে কেন? ছি ছি, দাসীর বেশে!—

নারা। (সস্মিতে) অন্যায় হয়েছে বটে, দাসের বেশ ধরাই উচিত ছিল। (নিজবেশ ধারণ ও উভয়ের মণিময় সিংহাসনে উপবেশন।)

পরিজনগণ। (নিজ নিজ অধিকার গ্রহণ।)

(অপ্সরোগণের প্রবেশ এবং নৃত্যানুগত
সঙ্গীত ও পুষ্পবৃষ্টি।)

রাগিণী সাহানা—তাল কাশ্মিরী খেম্‌টা।

শুভ প্রভাত আজি এ জীবনে।
ভিখারী আঁখি হের হারান রতনে॥
নব বিভায় বিভাকর ভাসিল, হাসিল সুখে নলিনী
মধুরাননে; প্রমদ-সৌরভ ভরিল ভুবনে।

(অপ্সরোগণ নিষ্ক্রান্ত।)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। ব'ল্লে তো শুন্‌বেন না। যাই, একবার গিয়ে ফিরে আসি। (অগ্রে নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্চর্য্যে) না, এ যে সত্যই দেব বৈকুণ্ঠপতি! তবে তো ব্রহ্মা যথার্থই বলেছেন। (বিস্ময়োদ্‌ভ্রান্তভাবে দণ্ডায়মান।)

নারায়ণ। কঞ্চুকিন্, পুরাতন দেখে এত বিস্ময় কেন? কি সংবাদ আছে বল।

কঞ্চু। (সহর্ষে) দেবের জয় হোক্। আঃ কি শুভ দিন আজ্! ধন্য আমি, ধন্য আমার চক্ষুঃ, ধন্য আমার জ্ঞান! দেব, আজিকার আনন্দ যে এ জীর্ণ অন্তঃকরণে ধরে না!

নারা। তা বুঝেছি। সর্ব্বথা সুখী হও। উপস্থিতে আর কোন সংবাদ নাই তো?

কঞ্চু। ওহো আছে বৈ কি! আহ্লাদভরে সব ভুলে গিয়েছিলাম। দেব, ভগবান্ ব্রহ্মা দেবের সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

নারা। তবে শীঘ্র যাও, অতি যত্নে প্রত্যুদগমন ক'রে তাঁর প্রবেশ করাও। মায়াকেও ভুলে এস না।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা দেব। (নিষ্ক্রান্ত।)

কমলা। তবে আমি পালাই?

নারা। না, পলাবে কেন? এস আমরা আমাদের সমুচিত আচরণে অবহিত হই।

(ব্রহ্মা ও মায়ার সহিত কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ।)

কঞ্চু। (ব্রহ্মার প্রতি) এই দিকে এই দিকে আসুন। (সম্মুখভাগে নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ দেখুন, ঐ সর্ব্ব-মধ্যস্থলে মণিময় সিংহাসনে দেব দেবীর সহিত অধিষ্ঠান করেছেন।

মায়া। ঠাকুর, আপনিই বলুন আমি মায়া কি না। আপনি তো জানেন; এঁরাই যেন বাড়ীশুদ্ধ সব একদণ্ডে ভুলে গিয়েছেন।

ব্রহ্মা। একটু স্থির হও বাছা, অগ্রে ভগবান্‌কে দর্শন করি। (অগ্র-

সর হইয়া প্রণতভাবে) দীর্ঘকালান্তে আজ্ নূতনবিধ আনন্দে এ সুদুর্লভ যুগলমূর্ত্তির অভিবাদন করি।

নারা। (সসম্ভ্রমে) স্বাগত প্রজাপতে! (হস্তনির্দ্দেশপূর্ব্বক সস্মিতে) এই রত্নাসনই আজ্ পদ্মাসনের কার্য্য করুক।

মায়া। (স্বগত সবিস্ময়ে) একি, সত্য-সত্যই যে দেব নারায়ণ স্বয়ং দেবীর সঙ্গে সিংহাসনে বসেছেন! কি আশ্চর্য্য! আমার আজ্ এ কি হ'ল!

ব্রহ্মা। (রত্নাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) দেব, আজ্ আমি চরিতার্থ হ'লাম। আজ্ মনের অপূর্ণতা, অপ্রসন্নতা নিঃশেষে দূর হ'ল।

নারা। প্রজাপতে, আমিও যেন এখন নিজ কর্ত্তব্য-সম্পাদনজনিত তৃপ্তিভরে পরম আপ্যায়িত হ'লাম।

মায়া। (স্বগত) তিনিই তো, তা না হ'লে ব্রহ্মা আর এমন ক'রে বলেন? আমার আগে কেমন ক'রে এয়েচেন! (অগ্রসর হইয়া ভক্তি-ভাবে প্রণতিপূর্ব্বক) দেব, আমার এক নিবেদন আছে—

নারা। (সস্মিতে) কেও, মায়া! এস।

কম। (মৃদুস্বরে) ও আবার কে?

মায়া। (সরোদনে) দেখুন দেব, আপনি দাসীকে চিন্‌লেন, দেবী চিন্‌তে পারেন না।

কম। (ঈষৎ হাস্যকরণ।)

ব্রহ্মা। (সস্মিতে) ওঁরা তোমাকে চেনেন বাছা, ওঁদের চেনাই তোমাদের কঠিন। (সকলের হাস্য।)

মায়া। (স্বগত) এঁদের সব রঙ্গ বুঝি! তাই বটে। (সলজ্জে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।)

কম। (স্বগত, সানুকম্পে) আহা আহা কি ক'র্‌লাম! কত মনোব্যথাই আজ্ মায়াকে দিলাম!

নারা। প্রজানাথ, সম্প্রতি আর কি প্রিয় সাধন ক'র্‌ব?

ব্রহ্মা। দেব, আর কোন্ অভীষ্ট অবশিষ্ট আছে?—

দলিয়া দশাস্থে কীর্ত্তি করিলে বিস্তার,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চরাচর করিলে নিস্তার ;
চারি মূর্ত্তি সংহারিয়া হ'লে একরূপ,
দেখিনু এ চক্ষে, প্রিয় আর কতরূপ ?

তথাপি যদি প্রসন্ন হয়েছেন, তবে যেন এই হয় ;—

কর্ম্মসূত্রে যেই আত্মা নানা কলেবরে
ভুঞ্জয়ে কতেক ক্লেশ কর্ম্মভূমি পরে,
সে আত্মা বিমুক্ত হ'য়ে তোমার স্মরণে,
লভুক নির্ব্বৃতি দেব, এই বাঞ্ছা মনে।

নারা। তথাস্তু। (সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.

কুন্দমালার সমালোচনাসমূহ।

কুন্দমালা নিসর্গসুন্দরীর সহোদরা। নিসর্গসুন্দরীতে শারদাপ্রসাদের কবিত্বশক্তির যেমন পরিচয় হইয়াছে, ইহাতেও আমরা তাঁহার কবিত্বের তদনুরূপ পরিচয় পাইলাম। "নিবিড় ধূমল মেঘে........ইত্যাদি" কবিতাগুলি পাঠ করিয়া অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। সোমপ্রকাশ। ১২৮৫, ২৮এ জ্যৈষ্ঠ।

আমাদের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয়দাত্রী পূর্ব্বপ্রকাশিতা নিসর্গসুন্দরীর পরিচয় না থাকিলেও আমরা কুন্দমালা পাঠেই বুঝিতে পারিতেছি, স্মৃতিরত্নের রস-রচনায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। ইহার স্থানে স্থানে প্রশংসনীয় প্রগাঢ়তা আছে। যথা হিমালয়বর্ণনে "ভীম অভ্রমালা ইত্যাদি।" সাধারণী। ১২৮৭, ৩০শে কার্ত্তিক।

কুন্দমালা। শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিরত্ন-বিরচিত। এদেশীয় কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিল্টন, বায়রণ, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা কবিতা ইংরাজী কবিতার নূতন এক মূর্ত্তির মত। বিলাতের বিবিদিগকে শাড়ী এবং বলয়, চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া বৌ সাজাইলে অথবা এদেশের বধূদিগকে গাউন পরাইয়া বিবি সাজাইলে যেমন দেখায়, ঐ সমস্ত কবিতাও আমাদের নিকট তেমনি প্রতীত হয়। দেখিতে সুন্দর,—শোভায় অপূর্ব্ব; কিয়ৎপরিমাণে নূতন নূতন, অথচ স্থিরচক্ষে তাকাইলে পরিচিতপূর্ব্ব। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির গুরুস্থান স্বদেশ। তাঁহারা যাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কালিদাস, ভারবি ও ভবভূতি

প্রভৃতি ভারতীয় কবিসম্প্রদায়ের নিকট। সুতরাং তাঁহা-দিগের কবিতায় ঐ অপূর্ব্বত্ব, ঐ নূতনত্ব নাই। কিন্তু ঐরূপ অপূর্ব্ব ও নূতন না হইলেও কুন্দমালার মত কবিতা অব-হেলার বস্তু নহে। আমরা নিসর্গসুন্দরীর নির্ম্মলকান্তি দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলিয়াছি, তদীয় অশ্রু-জলসিক্ত কুন্দমালার গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশবিষয়ে আশান্বিত হইলাম। বান্ধব, ১২৮৫। ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

আমরা কুন্দমালা নামে কবি শারদাপ্রসাদের শোকাশ্রু-সিক্ত উপহার-মাল্য অবলোকন করিলাম। উহা প্রথমমাত্র তাঁহার অশ্রুতে সিক্ত হইয়াছে ; বস্তুতঃ যিনি একবার উহা অবলোকন করিবেন, তাঁহার অশ্রুধারাই উহার অভিষেক সম্পাদন করিবে। তাঁহার প্রশংসাপক্ষে বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়ো-জন। 'নব মেঘোদয়' প্রভৃতি প্রস্তাবের রমণীয় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিণত কবিত্ব এবং পূর্ণিমাযামিনী ও বঙ্গবিধবার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতির ন্যায় হৃদয়-দ্রাবিণী কবিতা বাঙ্গালাভাষায় বিরল। আমরা রূপান্তরে তদীয় কবিত্বশক্তির বিকাশ-বাসনা করি।

শ্রীকেশবচন্দ্র শর্ম্মা। নবদ্বীপ।

১২৮৬, ২রা বৈশাখ।

আমরা "কুন্দমালা" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে যে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, সে কয়েকটী পাঠ করিলে গ্রন্থকারের সবিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে একজন কবিরত্নের মধ্যে গণ্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ("বিয়োগোন্মত্তের অরণ্যে পলায়নে"-শীর্ষক প্রবন্ধ)।

বিশ্বদূত। ১২৮৪, ২৫শে আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত কুন্দমালা, নির্ঝর-সুন্দরী ও প্রেম-মন্দাকিনী যথাক্রমে ।⁄০, ।৵০ ও ॥০ মূল্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ রায়।
কাল্‌না, উকীল।

২। „ „ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।
মুঙ্গের, ধর্ম্মপ্রচারকপত্রের সম্পাদক।

৩। „ „ মধুসূদন চৌধুরী।
হাবড়া, পুলিসের কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর।

৪। „ „ হরিমোহন মৈত্র।
ঘূর্ণী, গোয়াড়ি পোঃ আঃ।

কলিকাতা।

৫। সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি।

৬। ক্যানিং লাইব্রেরি।

৭। অ্যাশ্‌বি এণ্ড কোং, ১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৮। শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হাইকোর্টের বার লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান।

☞ এই প্রেম-মন্দাকিনী উক্ত সকল স্থানেই প্রাপ্তব্য। কেবল নির্ঝরসুন্দরী ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্থানে, এবং কুন্দমালা কেবল ১ম স্থানে, পাওয়া যায়।